

হজ্জ ও উমরা গাইড

২ - হজ্জ ও উমরা গাইড



হজ্জ ও উমরা গাইড

সংকলনে

মুফতী নূরুল আলম

প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদিস

পল্লবী আফতাব উদ্দিন মাদরাসা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

খতীব: পল্লবী আফতাব উদ্দিন মাদরাসা জামে মসজিদ।

মুফতি মাহফুজুর রহমান

নাযেমে তালীমাত, সিনিয়র মুহাদ্দিস ও প্রধান মুশরিফ: ফতোয়া বিভাগ

পল্লবী আফতাব উদ্দিন মাদরাসা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ইমাম: পল্লবী আফতাব উদ্দিন মাদরাসা জামে মসজিদ।



হজ্জ ও উমরা গাইড

সংকলনে

মুফতী নূরুল আলম
মুফতি মাহফুজুর রহমান

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ২০২৫ইং

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা

আলহাজ্জ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন

প্রকাশনায়

আল ইখলাছ পাবলিকেশন

অনলাইন পরিবেশক:

কিতাবঘর ডটকম

স্বত্বাধিকারী

ঢাকা শাহজালাল ট্রাভেল্‌স এন্ড ট্যুরস
হজ্জ লাইসেন্স নং ৭৩৪
মারহাবা এভিয়েশন
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
ksa- 0551532310, 0573262984
01819184674

মূল্য : ৩০০/- টাকা মাত্র

সূচিপত্র

হজ্ব পূর্ব জরুরি কথা	১১
----------------------------	----

১ম অধ্যায়

মক্কা ও হজ্ব- ফাযায়েল ও মাসায়েল হজ্জের গুরুত্ব ও ফজিলত	১৩
কুরআনের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব	১৩
হাদিসের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব হজ্ব পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মুছে দেয়	১৪
হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান জান্নাত	১৫
সর্বোত্তম আমল হজ্জে মাবরুর	১৬
নারী, বৃদ্ধ, দুর্বল ব্যক্তি ও শিশুদের জিহাদ হলো হজ্ব	১৬
হজ্ব ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয়	১৭
হাজীদের গোনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তারা যাদের জন্য ক্ষমা চায় তাদেরকেও ক্ষমা করা হয়	১৮
হজ্ব ও উমরার জন্য খরচ করার ফযীলত	১৮
হজ্ব ও উমরাহ পালনকালে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত	১৯
তালবিয়া পাঠ ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের ফযীলত	২০
বাইতুল্লাহ তাওয়াফের ফযীলত	২১
হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ফযীলত	২২
আরাফার দিনের ফযীলত	২৩
হজ্জের বিধান	২৪
হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত ৯ টি	২৪
একনজরে উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ	২৫
উমরার ফরয দুটি	২৫
উমরার ওয়াজিব দুটি	২৫
একনজরে হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সন্নাতসমূহ	২৫
হজ্জের ফরজ তিনটি ।	২৫
হজ্জের ওয়াজিব ছয়টি	২৫
হজ্জের সন্নাতসমূহ	২৫
হজ্ব তিন প্রকার	২৬
এক নজরে হজ্জে ইফরাদ	২৬
তাওয়াফে কুদুমে রমল ও ইজতিবার বিধান	২৭
এক নজরে হজ্জে ক্বিরান	২৭

৬ - হজ্জ ও উমরা গাইড

হজ্জে তামাত্তু	২৮
উমরার ইহরাম (ফরয) ইহরাম কাকে বলে	২৮
নারী-পুরুষের ইহরাম	২৮
তালবিয়া এবং পাঠ পদ্ধতি	৩০
মহিলাদের ইহরাম বিষয়ক কিছু বিশেষ মাসায়েল	৩১
শিশু, পাগল ও এবনরমালের ইহরামের বিধান	৩২
মাকরুহ সময় ইহরাম	৩৩
ইহরাম কোথায় বাঁধা উত্তম	৩৩
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ	৩৪
নিজ দেশের বিমানবন্দরে করণীয়	৩৫
জেদ্দা বিমানবন্দরে করণীয়	৩৬
মক্কায় পৌঁছে করণীয়	৩৬
কা'বা শরীফে করণীয়	৩৭
কাবা শরীফ দেখে কী দোয়া করবেন	৩৮
তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবেন	৩৯
উমরার তাওয়াফ (ফরয)	৩৯
তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায (ওয়াজিব)	৪১
সায়ী-এর পূর্বে যমযম পান করা	৪১
উমরার সায়ী (ওয়াজিব)	৪২
উমরার ইহরাম তাগা : হলক করা (ওয়াজিব)	৪৪
হজ্জের ইহরাম (ফরয)	৪৪
এক নজরে হজ্জের সাত দিন	৪৫
৭ ও ৮-ই জিলহজ্জ	৪৫
৯ই জিলহজ্জ	৪৫
আরাফার ময়দানে নামাযের নিয়ম	৪৫
তাকবীরে তাশরীক	৪৬
উকূফে আরাফার আমল	৪৭
মুযদালিফায় রওয়ানা	৪৭
কংকর সংগ্রহ ও ধরন	৪৮
মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে আদায়ের পদ্ধতি	৪৮
উকূফে মুযদালিফার সময়	৪৯
১০ই জিলহজ্জের আমল	৪৯

মিনায় জামারার উদ্দেশ্যে রওয়ানার সময়.....	৪৯
তালবিয়া পড়া কখন বন্ধ করবেন.....	৪৯
দমে শোকর বা হজের কুরবানীর বিধান.....	৫০
হাজ্জীদের জন্য দেশে কুরবানী করার বিধান.....	৫০
মাথা মুগুনো বা চুল কাটার বিধান.....	৫০
চুল কাটার পরিমাণ.....	৫০
মাথা মুগুনো বা চুল কাটা সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল.....	৫১
ফরয তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত).....	৫২
১১ই জিলহজ্জের আমল.....	৫৩
জামারায় পাথর মারার নিয়ম.....	৫৪
১২ই জিলহজ্জের আমল.....	৫৪
১৩ই জিলহজ্জের আমল.....	৫৫
অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো বিধান.....	৫৫
বিদায়ী তাওয়াফের বিধান.....	৫৬
তাওয়াফে বিদার সময়.....	৫৬
যেসব বিধানে মহিলাদের ভিন্নতা রয়েছে.....	৫৭
বদলী হজ্জের জরুরি মাসায়েল.....	৫৭
কিছু জরুরি মাসায়েল.....	৬২
মাকরুহ সময় তাওয়াফ শেষ হলে নামাযের বিধান.....	৬২
ইহরাম অবস্থায় আন্ডার প্যান্ট পরা.....	৬২
এহরাম অবস্থায় খাবারের পর বা টয়লেট থেকে এসে	
সাবান ব্যবহারের বিধান.....	৬২
অযু-গোসলের পর গামছা দিয়ে মুখ মোছার বিধান.....	৬২
মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তাওয়াফের দু'রাকাত নামায	
না পড়ে অন্য জায়গায় পড়ার বিধান.....	৬৩
সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর স্থানে তাওয়াফের নামায আদায় হবে কি?.....	৬৩
ধারাবাহিক একাধিক তাওয়াফ করে এক সঙ্গে কয়েক তাওয়াফের	
নামায আদায় করা যাবে কি?.....	৬৪
অযু ছাড়া তাওয়াফ ও ছায়ী করার বিধান.....	৬৪
তাওয়াফের মাঝে অযু নষ্ট হলে করণীয়.....	৬৪
মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজ্জ ও ওমরার বিধান.....	৬৪
আরাফায় কছরের বিধান.....	৬৪

৮ - হজ্জ ও উমরা গাইড

আরাফায় একত্রে যোহর ও আছর আদায়ের বিধান.....	৬৫
মিনায় কসরের বিধান	৬৬
তায়ফ থেকে মক্কায় আসতে কি ইহরাম লাগবে	৬৬
তামাত্ত হজ্জ পালনকারী উমরা থেকে ফারোগ হওয়ার পর	
পুনরায় নফল উমরা করতে পারবে কি?	৬৬
আয়েশা মসজিদ থেকে একাধিক উমরা করার বিধান	৬৭
মক্কায় অবস্থানকালে উমরার ইহরাম কোথা থেকে বাঁধতে হবে	৬৭
মক্কা থেকে জেদ্দা গেলে ফিরতে ইহরাম জরুরী কিনা	৬৭
বিমানের মধ্যে সেলাইযুক্ত পোশাক পরে ইহরাম বাঁধার বিধান	৬৭
হুইল চেয়ারে তাওয়াফ বা সাযী করানোর দ্বারা নিজের তাওয়াফ	
বা সাযী আদায় হবে কি?.....	৬৮
মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযীর সামনে দিয়ে	
অতিক্রম করার বিধান	৬৮
উমরার পর মদীনায় গিয়ে মক্কায় ফিরতে কি ইহরাম লাগবে.....	৬৮
হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্ত হলে করণীয়.....	৬৯
তালবীয়ার কিছু অংশ ছুটে গেলে.....	৬৯
মহিলাদের ঋতুশ্রাবের সময় কিভাবে হজ্জের কাজ করবে	৬৯
৭ যিলহজ্জ ইহরাম কোথায় বাঁধা উত্তম.....	৬৯
মিনার তাবু যদি মুযদালিফার এরিয়ায় পড়ে	৭০
অন্যকে দিয়ে পাথর মারার বিধান	৭০
ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করার বিধান	৭১
ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করা	৭১
তাওয়াফের নামাজ হোটলে পড়া যাবে কি?	৭১
তায়ফের ড্রাইভার এবং প্রতি নিয়তে যারা যাতায়াত করে	
তাদের ইহরামের বিধান	৭২
সফর যদি জেদ্দা হয়ে মদিনা হয় তাহলে ইহরামের বিধান	৭৩
যারা চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা বা মক্কা শরীফে যায়	
তাদের ব্যাপারে ইহরামের বিধান	৭৩
যেসব কারণে দম ও সদকা ওয়াজিব হয়.....	৭৫

২য় অধ্যায়

মদীনা মুনাওয়্যারার যিয়ারত	৭৯
মদীনার ফযীলত	৭৯
মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত	৮০
মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়া	৮০
যিয়ারতের আদব	৮০
মসজিদে নববীতে প্রবেশের নিয়ম	৮১
রওয়া মুবারকে সালাম পেশ করার নিয়ম	৮১
হযরত আবু বকর রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম	৮৩
হযরত উমর রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম	৮৪
হযরত উসমান গণি রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম	৮৪
জান্নাতুল বাকী বা বাকীউল গারকাদ এর যিয়ারতের নিয়ম	৮৪
রিয়াযুল জান্নাতের ফযীলত	৮৫
মসজিদে কুবায় দু'রাকাত নামাজে এক ওমরার সওয়াব	৮৫

বিবিধ

মক্কা মুকাররামার কিছু ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারার স্থানসমূহ	
জাবালে নূর বা হেরা পর্বত	৮৭
জাবালে সাওর বা সাওর পর্বত	৮৭
মসজিদে খাইফ	৮৮
মক্কার অন্যান্য যিয়ারার স্থানসমূহ	৮৮
মসজিদে আয়েশা (রা.)	৮৮
জি'রানা মসজিদ	৮৮
মদীনা মুনাওয়্যারার কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন	৮৯
মসজিদে কুবা	৯০
মসজিদে যুল কিবলাতাইন	৯০
জান্নাতুল বাকী	৯১
জান্নাতুল বাকী যিয়ারতের শিক্ষা	৯২
জাবালে উহুদ	৯২
ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারতের সময় করণীয়	৯৩

পরিশিষ্ট

সফর খুবই কষ্টকর ব্যাপার.....	৯৪
হজ্জ বিনষ্টকারী কাজ : নির্লজ্জ পাপাচার, ঝগড়া-বিবাদ.....	৯৫
বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় কিছু বিষয়.....	৯৫
স্বাস্থ্য বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়াদী	৯৬
নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখুন.....	৯৬
অতীব জরুরী বিষয়: সকলে লক্ষ্য রাখুন.....	১০০
হজ্জ-উমরা সফরে যেসব সামানা সাথে নিবেন.....	১০১

হজ্জ পূর্ব জরুরি কথা

দুনিয়ার প্রতিটি সফর আখেরাতের সফরের নমুনা, বিশেষ করে হজ্জের সফর। যেমন একজন হাজী সাহেব কাফনের সাদৃশ্য এহরামের এক টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে আরেক টুকরা সাদা কাপড় দিয়ে শরীর আবৃত করে কান্নারত অবস্থায় আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সকলের থেকে বিদায় গ্রহণ করে চলে যায়, যা বাহ্যিকভাবে পুরো একজন মৃত ব্যক্তির নমুনা। তেমনিভাবে মনে প্রাণে নিজেকে একজন মৃত ব্যক্তির মত ভেবে একজন ভালো আলেম গাইডের হাতে নিজেকে সোয়ীর্দ করে হজ্জব্রত পালন করা। গীবত-শেকায়েত, ঝগড়া-বিবাদ এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে জবানের হেফাজত করা চোখের হেফাজত করা। হজ্জের সফর মানেই ধর্ম্যের সফর, তাই যত কষ্টই হোক ধর্ম্যের সাথে পথ চলা। আল্লাহর সম্ভৃষ্টি কামনা করা। বিনয়ের সাথে চলা, খেদমত গ্রহণ না করা, অন্যের খেদমত করার চেষ্টা করা।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কাজ্জিত এই বরকতময় সফর যাতে আল্লাহর নিকট কবুল হয়, কোন ভাবেই যাতে এ সব কষ্ট নিষ্ফলে না যায় সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখা।

সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হজ্জে মাবরুর নসীব করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করেন এবং সংকলক, প্রকাশক ও ব্যবস্থাপকসহ সকলের জন্য রোজ হাশরে নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

১২ - হজ্ব ও উমরা গাইড

১ম অধ্যায়

মক্কাতুল মুকাররামা ও হজ্জ- ফাযায়েল ও মাসায়েল

হজ্জের গুরুত্ব ও ফজিলত

হজ্জ একটি ফরজ ইবাদত। নামাজ, রোজা, জাকাত যেমন ফরজ, তেমনি সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য হজ্জ একটি অন্যতম বরকতপূর্ণ অবধারিত ফরজ ইবাদত। হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানরা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও ইজ্জত লাভ করে এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

কুরআনের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বাইতুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ফরয। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থাৎ, 'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে যা সহজলভ্য হয় তাই কুরবানী করো'।

১. সূরা আলে ইমরান- ৯৭।

২. সূরা বাক্বুরা- ১৯৬।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

অর্থাৎ, ‘আর (হে ইবরাহিম) তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।’

উপরোক্ত আয়াতসমূহে হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

হাদিসের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব হজ্ব পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মুছে দেয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্ব করল এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গোনাহ থেকে বিরত থাকল সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসবে যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিল।’

৩. সূরা হজ্ব- ২৭-২৮।

৪. বুখারী- ১৫২১, মুসলিম-১৩৫০।

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি হজ্জ করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

অর্থাৎ, ‘হজ্জ অতীতের পাপসমূহ মুছে দেয়।’

হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-

الْعُبْرَةُ إِلَى الْعُبْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

অর্থাৎ, ‘এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।’

নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন-

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قِيلَ وَمَا بَرُّهُ؟ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطَيِّبُ الْكَلَامِ

অর্থাৎ, ‘হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হজ্জের সদাচার(মাবরুরের লক্ষণ) কী? তিনি

৫. তিরমিযী- ৮১১

৬. মুসলিম-১২১

৭. সহীহ বুখারী- ১৭৭৩, মুসলিম-১৩৪৯

বললেন, খানা খাওয়ানো এবং উত্তম কথা তথা সুন্দর ও নরমভাবে কথা বলা (কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট না দেয়া)।^৮

সর্বোত্তম আমল হজ্জে মাবরুর

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيَّانَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ
مَبْرُورٌ

অর্থাৎ, ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, হজ্জে মাবরুর বা কবুল হজ্জ।^৯

নারী, বৃদ্ধ, দুর্বল ব্যক্তি ও শিশুদের জিহাদ হলো হজ্জ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ
أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

অর্থাৎ, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন, না। বরং তোমাদের নারীদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল হজ্জে মাবরুর।^{১০}

৮. সহীহ ইবনে খুযাইমা-৩০৭২, মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক- ৮৮১৭

৯. সহীহ বুখারী- ২৬, সহীহ মুসলিম-৮৩

১০. সহীহ বুখারী-১৫২০

হুসাইন বিন আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَ فِيهِ الْحَجُّ

অর্থাৎ, ‘এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমি ভীরু ও দুর্বল (জিহাদে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য নেই)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অস্ত্র ও শত্রুর সাথে লড়াইবিহীন জিহাদ করো তথা হজ্জ পালন করতে এসো।^{১১}

হজ্জ ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْحَاجُّ وَالْعَبَّارُ وَفَدُ اللَّهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَلَّوَهُ فَأَعْطَاهُمْ.

অর্থাৎ, ‘হজ্জ ও উমরাকারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দুআ করলে তাদের দুআ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।^{১২}

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتِمِرُ، وَفَدُ اللَّهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ. وَسَلَّوَهُ فَأَعْطَاهُمْ

অর্থাৎ, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (গাযী) এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায়কারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দুআ করলে দুআ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।^{১৩}

১১. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক- ৮৮০৯, তবারানী- ২৯১০

১২. মুসনদে বাযযার- ১১৫৩, মাজমাউয যাওয়াইদ-৫২৮৮, তবারানী-১৭২১

১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ-২৮৯৩, সহীহ ইবনে হিব্বান- ৪৬১৩

হাজীদের গোনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তারা যাদের জন্য

ক্ষমা চায় তাদেরকেও ক্ষমা করা হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِإِنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তাআলা হাজীদের গোনাহ ক্ষমা করেন এবং হাজীগণ যাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাদেরকেও ক্ষমা করেন।’^{১৪}

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজ্জ ও উমরাকারীগণ যখন দুআ করে, তাদের দুআ কবুল করা হয়। তারা যখন কারো জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকেও ক্ষমা করা হয়।^{১৫}

হজ্জ ও উমরার জন্য খরচ করার ফযীলত

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عَمْرَتِهَا: "إِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ وَنَفَقَتِكَ."

অর্থাৎ, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাহ করার সময় হযরত আয়েশা রা. কে বলেছেন, তুমি তোমার পরিশ্রম ও খরচ অনুপাতে নেকি পাবে।’^{১৬}

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-‘হজ্জের জন্য খরচ করা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মতই, যার সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।’^{১৭} জাবির রা. রাসূলুল্লাহ সা. হতে বর্ণনা করেন-

مَا أُمِعَ حَاجٌّ قَطُّ قِيلَ لِحَاجِرٍ مَا الْإِمْعَارُ قَالَ مَا افْتَقَرُ

১৪. মুসনাদে বাযযার- ১১৫৫, তবারানী সগীর-১০৮৯

১৫. সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৮৯২, সুনানে নাসায়ী, ৫/১১৩

১৬. মুসতাদরাকে হাকিম- ১৭৭৬, সুনানে দারাকুতনী- ২/২৮৬

১৭. মুসনাদে আহমাদ-২৩০০০, গুয়াবুল ঈমান বাইহাকী- ৪১২৫

অর্থাৎ, ‘কোন হজ্জকারী ব্যক্তি নিঃশ্ব হয় না। জাবের রা.কে ইমআর শব্দের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অভাব-অনটন।’»

হজ্জ ও উমরাহ পালনকালে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, ‘এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উকূফরত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এতে তার ঘাড় মটকে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরইপাতা সিদ্ধ করা পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়ে তাকে কাফন পরাও। তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।’»

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَبِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَبِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামত পর্যন্ত তার হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে বের হল, আর সে অবস্থায় তার মৃত্যু হল কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য উমরার সওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হল, এবং তাতে তার মৃত্যু হল, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সওয়াব লেখা হবে।’»

১৮. মুসনাদে বাযযার-১০৮০, তবারানী আউসাত- ৫২০৯

১৯. বুখারী-১২৬৭, মুসলিম- ১২০৬

২০. মুসনাদে আবু ইয়লা- ৬৩৫৭

তালবিয়া পাঠ ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের ফযীলত

আবু বকর সিদ্দীক রা. হতে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ، وَالثَّجُّ
অর্থাৎ, ‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা
হল, কোন হজ্ব সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে হজ্জে উচ্চস্বরে তালবিয়া
পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করা হয়।’^{২১}

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُكَيِّبُ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ
مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

অর্থাৎ, ‘যে কোনো মুসলমান তালবিয়া পাঠ করল, তার তালবিয়া
পাঠের অনুসরণে তার ডান ও বামের বৃক্ষরাজি সবকিছুই তার সাথে
তালবিয়া পাঠ করে, যতক্ষণ না যমীন তার এদিক তথা ডান ও বাম
পার্শ্ব হতে ধ্বংস হয়ে যায়।’^{২২}

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِأَلْهَالٍ
وَالْتَّلْبِيَةِ

অর্থাৎ, ‘আমার নিকট জিব্রাইল আ. আগমন করে এ মর্মে আদেশ
করেছেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের হুকুম করি যে, তারা
তালবিয়া পাঠ করার সময় উচ্চস্বরে পাঠ করবে।’^{২৩}

নবী কারীম সা. বলেছেন-

مَا أَهْلٌ مِهْلٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، وَلَا كَبَرٌ مُكَبَّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، قِيلَ: بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

২১. সুনানে তিরমিযী- ৮২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ-২৯২৪

২২. সুনানে তিরমিযী-৮২৮

২৩. মুসনাদে আহমাদ- ১৬৫৫৭, সুনানে তিরমিযী-৮২৯

অর্থাৎ, ‘যেকোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং যেকোনো ব্যক্তি তাকবীর বললেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের (সুসংবাদ দেওয়া হয়?) তিনি বললেন, হ্যাঁ।^{২৪}

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়।^{২৫}

বাইতুল্লাহ তাওয়াফের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، وَسَبْعُهُ يَقُولُ: مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত তাওয়াফের নামায আদায় করে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তাআলা তার একটি করে গোনাহ মাফ করেন, একটি করে নেকী লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।^{২৬}

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-

"يُنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ عَشْرِينَ وَمِائَةً رَحْمَةً: سِتِّينَ لِّلطَّائِفِينَ، وَأَرْبَعِينَ لِّلْمَصَلِّينَ، وَعَشْرِينَ لِّلنَّاطِرِينَ"

২৪. তবারানী আউসাত- ৭৯৪৩

২৫. শুয়াবুল ইমান বায়হাকী- ৪০২৯

২৬. মুসনাদে আহমদ- ৪৪৬২, সুনানে তিরমিযী-৯৫৯

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর হজ্ব আদায়কারীদের উপর প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন, তার ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি মুসল্লীদের জন্য এবং বিশটি বাইতুল্লাহর দিকে দৃষ্টিদানকারীদের জন্য।^{২৭}

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ফযীলত

ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন-

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا

অর্থাৎ, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয়।^{২৮} রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

وَاللَّهُ لَيُبَعِّثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ

অর্থাৎ, ‘অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উঠাবেন। তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহবা বা মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে যথার্থভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।^{২৯}

ইবনে আববাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হাজরে আসওয়াদ হলো জান্নাতের পাথর, তা দুধের চাইতেও বেশি সাদা ছিল, কিন্তু আদমসন্তানের গোনাহ একে কালো করে দিয়েছে।^{৩০}

২৭. শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী- ৪০৫১, তারগীব- ১৭৮৬

২৮. সুনানে তিরমিযী- ৯৫৯, মুসনাদে আহমদ-৫৭০১

২৯. সুনানে তিরমিযী, ৯৬১, মুসনাদে আহমদ-২২১৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৭০৪

৩০. সুনানে তিরমিযী- ৮৭৭, সহীহ ইবনে খুযাইমা- ২৭৩০, সুনানে নাসায়ী-২৯২৫

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَتَانِ مِنْ يَأْقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَأَضَاءَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

অর্থাৎ, ‘হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের দুটি ইয়াকুত পাথর। এ দুটির জ্যোতি আল্লাহ তাআলা নিষ্পত্ত করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির জ্যোতি নিষ্পত্ত না করতেন, তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিতো।’

আরাফার দিনের ফযীলত

নবী করীম সা. বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا.

অর্থাৎ, ‘আরাফার অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এলোমেলো চুলে, ধূলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

অর্থাৎ, ‘আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অত্যধিক পরিমাণে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন

৩১. মুসনাদে আহমদ-৭০০০, সুনানে তিরমিযী-৮৭৮

৩২. মুসনাদে আহমদ-৭০৮৯, তাবরানী- ৫৭৫

এবং তিনি নিকটবর্তী হন। আর ফেরেশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা কি চায়?*

হজ্জের বিধান

- * সামর্থ্যবান লোকদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ।
- * হজ্জ পরিত্যাগকারীর প্রতি ভৎসনা করা হয়েছে।
- * হজ্জ ফরয হওয়ার পর অবহেলা করা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। এহেন লোকদের প্রতি হাদিস শরীফে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং অনতিবিলম্বে তা আদায় করা কর্তব্য।
- যে ব্যক্তি হজ্জ ফরজ হওয়ার পরও তা না করে ইন্তেকাল করবে, অথচ তাকে হজ্জ গমনে কোনো প্রতিবন্ধক রোগ, বাহ্যিক প্রয়োজন বা কোনো অত্যাচারী শাসক বাধা প্রদান করেনি, তাহলে তাঁর ইচ্ছা সে ইহুদি হয়ে বা খ্রিষ্টান হয়ে মারা যেতে পারে।*

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত ৯টি

১. মুসলমান হওয়া ২. বালেগ হওয়া। ৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। ৪. স্বাধীন হওয়া। ৫. হজ্জের মৌসুম হওয়া (৬) সম্পদশালী হওয়া (হজ্জ আদায় করার মত সামর্থ্য হওয়া)। ৭. সুস্থ থাকা। ৮. যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া। ৯. মহিলাদের জন্য মাহরাম থাকা।

মাসআলা : কারও যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে, কিন্তু তিনি শারীরিকভাবে স্থায়ী অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় তিনি কাউকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাবেন বা মৃত্যুর সময় বদলি হজ্জের ওসিয়ত করবেন।

৩৩. সহীহ মুসলিম- ১৩৪৮, সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩০১৪

৩৪. ইবনে আব্বি শায়বা: ১৪৪৫০।

একনজরে উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ

উমরার ফরয দুটি

- ১। উমরার ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা।
- ২। বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা।

উমরার ওয়াজিব দুটি

- ১। সাফা-মারওয়াস মাঝে সাযী করা।
- ২। মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটা।

একনজরে হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ

হজ্জের ফরয তিনটি

- ১। ইহরাম বাঁধা।
- ২। উকূফে আরাফাহ (আরাফার ময়দানে অবস্থান করা)।
- ৩। তাওয়াফে যিয়ারাত করা।

হজ্জের ওয়াজিব ছয়টি

- ১। আরাফাত থেকে মিনায় ফেরার পথে মুজদালিফা নামক স্থানে ১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান করা।
- ২। সাফা ও মারওয়া সাযী করা বা দৌড়ানো।
- ৩। ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ জামারায় (শয়তানকে) পাথর মারা।
- ৪। তামাত্ব ও কিরান হজ্জে কোরবানি করা।
- ৫। মাথা মুণ্ডন করা তথা মাথার চুল কামিয়ে বা কেটে ইহরাম খোলা।
- ৬। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

- ১। তাওয়াফে কুদুম করা (ইফরাদ ও কিরান হজ্জকারীগণ মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ আদায় করে তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে)।

২৬ - হজ্জ ও উমরা গাইড

২. তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর সৈনিকের মতো বীরদর্পে চলা।
৩. ৮ জিলহজ্জ মক্কা শরিফ থেকে মিনায় গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা এবং রাতে সেখানে অবস্থান করা।
৪. ৯ জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার ময়দানের দিকে রওনা হওয়া।
৫. উকূফে আরাফার জন্য সকালে গোসল করা।
৬. ৯ জিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান করে সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার দিকে রওনা করা।
৭. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ মিনায় রাত্রি যাপন করা।
৮. মিনা থেকে মক্কা শরিফ প্রত্যাবর্তনের সময় ‘ওয়াদি মুহাচ্ছার’ নামক জায়গায় কিছু সময় অবস্থান করা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হজ্জ তিন প্রকার

১. হজ্জে ইফরাদ। ২. হজ্জে ক্বিরান। ৩. হজ্জে তামাত্তু।

এক নজরে হজ্জে ইফরাদ

হজ্জের সাথে ওমরাহ না করে শুধু হজ্জ করাকে ইফরাদ হজ্জ বলে।

- * মীকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধুন।
- * মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করুন।
- * ইচ্ছা করলে এ তাওয়াফের পর সাযী করতে পারেন। তবে এরপর চুল ছাঁটবেন না। সে ক্ষেত্রে হজ্জের ফরজ-তাওয়াফের পর আর সাযী করতে হবে না। কিন্তু একান্ত কোনো অসুবিধা না থাকলে পূর্বে সাযী না করে ফরয হজ্জের পর সাযী করাই উত্তম।
- * তাওয়াফে কুদুমের পর সাযী করলেও চুল ছাঁটবেন না।
- * তাওয়াফে কুদুমের পর ইহরাম অবস্থায় হজ্জের অপেক্ষায় থাকুন।
- * ৮ যিলহজ্জ একই ইহরামে মিনা-আরাফাহ গমন ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন।

বি: দ্র: ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা জরুরী নয়।
তাই ১০ ঘিলহজ্জ কংকর নিষ্ক্ষেপের পর মাথা মুগুন করে হজ্জ থেকে
হালাল হয়ে যান।

তাওয়াফে কুদুমে রমল ও ইজতিবার বিধান

যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে পুরুষের জন্য সে তাওয়াফের প্রথম
তিন চক্রে রমল করা সুন্নত। (রমল অর্থ কাঁধ হেলিয়ে একটু
দ্রুতপদে বীরদর্পে হাঁটা)। আর ঐ তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
ইজতিবা (অর্থাৎ গায়ের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম
কাঁধের উপর রাখা) অবস্থায় থাকা পৃথক একটি সুন্নত।

অতএব, তাওয়াফে কুদুমের পরে যেহেতু সায়ী নেই তাই রমল ও
ইজতিবা করার দরকার নেই। তবে যদি কেউ তাওয়াফে কুদুমের পর
হজ্জের সায়ী অগ্রিম করতে চায় সেক্ষেত্রে তাওয়াফে কুদুমে সায়ী ও
ইজতিবা করা সুন্নাত।^{৩৫}

রাসূলুল্লাহ সা. যখন বাইতুল্লাহর প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)
করেছেন তখন প্রথম তিন চক্রে রমল করেছেন। বাকি চার চক্রে
স্বাভাবিকভাবে হেঁটেছেন।^{৩৬}

রাসূলুল্লাহ সা. যখন বাইতুল্লাহর প্রথম তাওয়াফ করেছেন তখন (পূর্ণ)
তাওয়াফে ইজতিবা অবস্থায় ছিলেন।^{৩৭}

এক নজরে হজ্জে কিরান

মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় হজ্জ ও ওমরাহ উভয়টার নিয়ত
করে ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে কিরান বলে।

* মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরাহ ও সায়ী আদায় করুন। তবে এরপর
চুল ছাঁটবেন না।

৩৫. তুহফাতুল আলমায়ী- ২/২৫৮।

৩৬. সহীহ মুসলিম ১/৪১০।

৩৭. জামে তিরমিযী- ৮৫৯।

২৮ - হজ্ব ও উমরা গাইড

* ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করুন।

* ৮ই যিলহজ্ব একই ইহরামে মিনা-আরাফাহ গমন ও হজ্বের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

বি: দ্র: কিরান হজ্ব পালনকারীদের কুরবানী করা ওয়াজিব। তাই ১০ই যিলহজ্ব কংকর নিষ্ক্ষেপের পর কুরবানী করে মাথা মুগুন করে হজ্ব থেকে হালাল হয়ে যান।

এক নজরে হজ্জে তামাত্তু

পৃথকভাবে প্রথমে ওমরাহ ও পরে হজ্ব আদায় করাকে তামাত্তু হজ্ব বলে।

আমাদের দেশে বেশির ভাগ হজ্জযাত্রী যেহেতু হজ্জে তামাত্তু আদায় করে তাই হজ্জে তামাত্তুর নিয়ম নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

উমরার ইহরাম (ফরয)

ইহরাম কাকে বলে?

ইহরাম শব্দটি حَرَام (হারাম) শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ, কোনো জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে নেওয়া। আর এ ইহরামই হজ্ব ও উমরার প্রথম ফরয। পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন দুই টুকরা সাদা কাপড় আর নারীদের জন্য পর্দার সাথে শালীন পোশাক পরিধান করে হজ্ব বা উমরার নিয়তে তালবিয়া পাঠ করা ই হল ইহরাম। শুধুমাত্র ইহরামের কাপড় পরার দ্বারা ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায় না।

নারী-পুরুষের ইহরাম

আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ নাকি মদীনা শরীফ? যদি মদীনা শরীফ হয়, তাহলে এখন ইহরাম বাঁধতে হবে না, তথা ইহরামের নিয়ত করতে হবে না। যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে।

বেশির ভাগ হজ্জযাত্রী আগে মক্কায় যান। তাদের জন্য করণীয় হলো : আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল বা অজু করে নিন। সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, আরেকটি গায়ে জড়িয়ে নিন। নিজ বাসা/বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধা উত্তম। তবে ফ্লাইট সিডিউল পরিবর্তন বা বিলম্ব হতে পারে বিধায় সঠিক সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারলে বিমানে উঠার আগে এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদে ইহরাম বাঁধবেন। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই মীকাত (কারনুল মানাযিল ও যাতু ইরক-এর মধ্যবর্তী স্থান) বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে। বিনা ইহরামে মীকাত পার হলে দম দিতে হবে। তদুপরি গোনাহ হবে। বিমানে যদিও ইহরাম বাঁধার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন; আর বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটাও দৃষ্টিকটু।

মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদে গিয়ে পুরুষ হলে টুপি মাথায় দিয়ে ইহরামের নিয়্যাতে দুই রাকাত নামায পড়ে নিন। আর মহিলা হলে সম্পূর্ণ সতর ঢেকে ইহরামের নিয়্যতে দুই রাকাত নামায পড়ে নিবেন। এই নামায পড়া সুন্নাত। এই নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সূরা নেই। মাকরুহ ওয়াক্ত হলে উক্ত নামায পড়বেন না। তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই নামায ছাড়াও ইহরাম বাঁধা যায়। নামায শেষে পুরুষগণ টুপি খুলে নিবেন। এরপর ক্বিবলামুখী হয়ে পুরুষ-মহিলা সকলে এভাবে নিয়ত করুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَاَسِّرْهَا لِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ

(আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফায়াসসিরহা লী ওয়া তাক্বালহা মিন্নী)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি উমরার নিয়ত করছি/করলাম, আপনি তা সহজ্ব করুন এবং কবুল করুন।

ইহরামের নিয়তের পর তালবিয়া পাঠ করুন। এই তালবিয়া পড়ার মাধ্যমেই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়।

৩০ - হজ্ব ও উমরা গাইড

তালবিয়া এভাবে পড়ুন :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

(লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নালা হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক)

অর্থ: আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার ডাকে সাড়া
দিতে আমি হাজির। আপনার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে
সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই এবং একচ্ছত্র আধিপত্য
আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই।

বি. দ্র. পুরুষ উচ্চস্বরে আর মহিলা অনুচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন।

তালবিয়া এবং পাঠ পদ্ধতি

তালবিয়া :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

(লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা
লাব্বাইক, ইন্নালা হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা
শারীকা লাক)

অর্থ: আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার ডাকে সাড়া
দিতে আমি হাজির। আপনার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে
সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই এবং একচ্ছত্র আধিপত্য
আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই।

পদ্ধতি : তালবিয়া চার নিশ্বাসে পড়া উচিত।

প্রথম নিশ্বাসে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

দ্বিতীয় নিশ্বাসে-

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

তৃত্বীয় নিশ্বাসে-

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

চতুর্থ নিশ্বাসে-

لَا شَرِيكَ لَكَ

* এখন থেকেই আপনার উপর ইহরামের বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

* তালবিয়া পাঠ করার পর দরুদ এবং এই দোয়া পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِضًاكَ وَالْجَنَّةَ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক রিদ্দাকা ওয়াল জান্নাহ, ওয়াআউযুবিকা মিন গদাবিকা ওয়ান্নার।

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করছি। আপনার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

* এরপর দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করুন। এসময় দোয়া কবুল হয়।

* অতঃপর তালবিয়া, তাসবীহ-তাহলীল ও দরুদ শরীফ পড়তে থাকুন। তবে উঠতে, নামতে, কারো সাথে সাক্ষাতের সময় বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করুন।

মহিলাদের ইহরাম বিষয়ক কিছু বিশেষ মাসায়েল

১. মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক পোষাকে পুরো শরীর ঢাকবেন। পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলে রাখা যাবে না। তাই কালো/সাদা বোরকা ব্যবহার করবেন। তবে তাদের জন্য শুধু চেহারা কাপড় লাগানো নিষেধ। এজন্য বিশেষ ধরনের ক্যাপ পাওয়া যায় যা পরে উপর দিয়ে নেকাব বুলিয়ে দিলে চেহারার পর্দাও হয়। নেকাবও যেন চেহারার সাথে লেগে

- না থাকে। হ্যাঁ, বাতাসে বা হাটাচলার সময় কখনও চেহারার সাথে নেকাব লেগে গেলে অসুবিধা নেই।^{৩৮}
২. মহিলারা ইহরাম অবস্থায় যেকোনো জুতা ও মোজা পরিধান করতে পারবেন। হাতমোজাও পরতে পারবেন।
 ৩. মহিলাগণ মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকলে ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়তে পারবে। হজ্জের অন্যান্য কাজও করতে পারবে। শুধু তাওয়াফ, নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ নিষেধ।
 ৪. ইহরাম অবস্থায় স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারবে, তবে তা বর্জন করা ভাল।
 ৫. নিচু আওয়াজে তালবিয়া পড়বে।
 ৬. মক্কায় অবস্থানকালে মহিলাগণ হজ্জের ইহরাম বাসাতেই বাঁধবেন। এটিই উত্তম।
 ৭. ইহরামকালে চুলে তেল দেওয়া, সিঁথি করা যাবে না। চুল বেঁধে রাখতে পারবেন। বেশি অস্বস্তি লাগলে কিংবা চুলে জট লেগে গেলে সাজসজ্জার নিয়ত না করে প্রয়োজনমতো চুল আঁচড়ানো যাবে।
 ৮. মেহেদি লাগানো যাবে না। প্লো, পাউডার, লিপিস্টিক ইত্যাদি সাজসজ্জার প্রসাধনী ঘ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা যাবে না।^{৩৯}

শিশু, পাগল ও এবনরমালের ইহরামের বিধান

বুঝমান নাবালেগ ছেলে-মেয়ে নিজের ইহরাম নিজেই বাঁধবে। তথা, তালবিয়া পাঠ করবে নফল উমরা ও নফল হজ্জের নিয়তে। কেননা, তাদের জন্য উমরা ও হজ্জ নফল হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে অবুঝ শিশু, পাগল ও এবনরমালের ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করবেন তার সফরসঙ্গী অভিভাবক। তাদের পক্ষ

৩৮. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা- ১৪৪১৯, মানাসিক-১১৫, সুনানে আবু দাউদ- ১৮৩৩।

৩৯. গুনইয়াতুন নাসিক- ৮৯-৯০।

থেকে অভিভাবক এভাবে ইহরাম বাঁধবেন যে, আমার সন্তান বা আমার ভাই/বোন অমুকের পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি সহজ করুন ও কবুল করুন। এরপর তালবিয়া পাঠ করবেন।^{৪০}

তাওয়াফ, সাইসহ সকল আমলে তাদেরকেও সাথে রাখবেন এবং তাদের পক্ষ থেকেও নিয়ত করবেন।^{৪১}

দ্রষ্টব্য :

১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক/অবুঝ শিশু ও পাগলকে ইহরামের নিষেধাজ্ঞা বিষয়াদি থেকে তার অভিভাবক বাচানোর চেষ্টা করবেন। তবে তাদের কোনো ভুলে দম বা জরিমানা আসবে না।
২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা পাগল তাদেরকে ওমরাহ বা হজ্জ করাতে ইচ্ছা করলে ইহরামের কাপড় পরাবে। তবে শিশু, পাগল এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদের ইহরাম খুলে যাওয়ার এবং সতর বের হওয়ার অধিক আশংকা থাকলে সিন্টিকেন লাগানো এবং কোমরে সেলাই দিয়ে অথবা রবার দিয়ে আটকে দেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। তাদের কোনো সমস্যা নেই।

মাকরুহ সময় ইহরাম

মাকরুহ ওয়াক্তেও ইহরাম বাঁধা যায়। তবে উক্ত সময়ে ইহরামের নামায পড়বেন না। তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই নামায ছাড়াও ইহরাম বাঁধা যায়।

ইহরাম কোথায় বাঁধা উত্তম

মুস্তাহাব হলো নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধা। তবে ফ্লাইট সিডিউল পরিবর্তন বা বিলম্ব হতে পারে বিধায় সঠিক সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারলে বিমানে উঠার আগে এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত

৪০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা- ১৪৩০১।

৪১. প্রাপ্ত- ১৫১১০।

মসজিদে পূর্বের নিয়মে ইহরাম বাঁধবেন। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই মীকাত (কারনুল মানাযিল ও যাতু ইরক-এর মধ্যবর্তী স্থান) বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুহরিমের জন্য নাজায়েয। এ সকল কাজ থেকে মুহরিমদের বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যিক, যাতে হজ্জ নষ্ট বা ক্রটিপূর্ণ না হয়।

১। ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বা এরূপ কাজে আকৃষ্টকারী যেকোনো কাজ করা।^{৪২}

২. কোনো প্রকার হারাম কাজ করা।^{৪৩}

৩. গাল-মন্দ ও ঝগড়া করা।^{৪৪}

৪. খোশবু ব্যবহার করা। যেমন আতর, গোলাপ, সাবান দ্বারা গোসল করা, জাফরান ব্যবহার ইত্যাদি। ইচ্ছাকৃতভাবে ফল বা ফুলের স্রাণ নেওয়া মাকরুহ। তবে টুথপেস্ট ও মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা যাবে।^{৪৫}

৫. পুরুষেরা সেলাইকৃত বস্ত্র পরা। যেমন-কোর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। মহিলাগণ হাত ও পা মোজা পরবেন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য ইহরামের লুঙ্গির মাঝে সেলাই থাকলেও অসুবিধা নেই।

৬. পুরুষের জন্য মাথা বা মুখ ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। তবে মহিলাগণ মাথা ও চুল ঢাকবেন এবং বিশেষ ধরনের ক্যাপে নেকাব ঝুলিয়ে তা পরিধান করে চেহারার পর্দা করবেন।^{৪৬}

৬. নখ, মাথার চুল, দাড়ি এবং নাভির নিচের কেশ ইত্যাদি কর্তন করা।^{৪৭}

৭. চুল বা শরীরের কোনো অঙ্গে স্রাণযুক্ত তেল লাগানো।^{৪৮}

৮. হারামের এরিয়ার গাছ বা ঘাস ইত্যাদি কর্তন করা। হারামের এরিয়ায় এই কাজ সর্বাবস্থায় হারাম।^{৪৯}

৪২. সূরা বাকারা ১৯৮, রুহুল মাআনী ২/১৬৪।

৪৩. গ্রাণ্ডুজ

৪৪. গ্রাণ্ডুজ

৪৫. বুখারী ১৭০৭, ১৭০৮, মুসলিম ২০১৮

৪৬. গ্রাণ্ডুজ

৪৭. বাকারা ১৯৬, আলফিকহুল ইসলামী ৩/৬০৩

৪৮. বুখারী ৪৯১৮, বাদায়ে ৫/১৩০

৪৯. বুখারী ১৪৮৪

৯. স্থলের কোনো বন্য প্রাণী শিকার করা। উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয হোক বা নাজায়েয। তবে মশা-মাছি, পিঁপড়া, বিচ্ছু ও কষ্টদায়ক পোকা-মাকড় মারা যাবে।^{৫০}
 ১০. ঝগড়া-বিবাদ করা।
 ১১. সাজ-সজ্জা ও রূপসজ্জা করা।
 ১২. পুরুষের জন্য পায়ের পাতার পিঠ বা পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা পরিধান করা।
 ১৩. চুল, দাড়ি আঁচড়ানো ও চুলে সিঁথি করা।
 ১৪. মাথা, কাপড় বা শরীরের উকুন মারা।
 ১৫. সুগন্ধযুক্ত সাবান ব্যবহার করা। তবে সুঘ্রাণমুক্ত সাবান ব্যবহার করে গোসল করতে পারবে। তবে ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা বা উঠানো যাবে না।
 ১৬. সুঘ্রাণযুক্ত খাবার বা ফল খাওয়া যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘ্রাণ নেওয়া মাকরুহ।
 ১৭. ঘ্রাণযুক্ত লিপজেল, ভ্যাসলিন ব্যবহার করা। তবে ঘ্রাণমুক্ত লিপজেল, ভ্যাসলিন সাজ-সজ্জার নিয়ত ছাড়া জরুরতবশত ব্যবহার করা যাবে।
- প্রশ্ন :** ইহরাম অবস্থায় চাদর বা গামছা-তাওয়াল ব্যবহার করতে পারবে কিনা?
- উত্তর :** ইহরাম অবস্থায় গামছা-তাওয়াল বা চাদর ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। কেননা সেগুলো বিধানগতভাবে এহরামের কাপড়ের ন্যায়। তবে গামছা-তাওয়াল দিয়ে চেহারার পানি মুছে নেওয়ার সময় যেন পুরো চেহারা ঢেকে না যায়।

নিজ দেশের বিমানবন্দরে করণীয়

আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানবন্দরে লাগেজে যে মাল দিবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পিলগ্রিমপাস, বিমানের টিকিট, টিকা দেয়ার কার্ড, অন্যান্য কাগজপত্র, টাকা, বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই

৫০. বাকারা ১৯৭, মায়েরদা ৯৬, তিরমিযী ৭৭৫, বুখারী ১৭০৭

৩৬ - হজ্জ ও উমরা গাইড

ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে সযত্নে রাখুন। সময়মতো বিমানে উঠে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করুন।

জেদ্দা বিমানবন্দরে করণীয়

মোয়াল্লিমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে হোটেলে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লিমের নম্বর (আরবীতে লেখা) কজি বেল্ট দেওয়া হবে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিমপাস নম্বর, নাম, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন। কোথাও উঠার সময়, নামার সময় ও চলার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করুন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِغْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ. لَا شَرِيكَ لَكَ

মক্কায় পৌঁছে করণীয়

মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, নামায আদায় করুন। সম্ভব হলে মসজিদুল হারামে গিয়ে নামায আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে উমরাহ পালন করুন।

মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু আল্লাহ তাআলার পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেছেন। কোনোভাবেই যেন বেয়াদবিমূলক আচরণ প্রকাশ না পায়। এই মাটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণ দ্বীনের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন। বিধায়, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে হাটাচলা করুন।

মসজিদুল হারামে (কা'বা শরীফ) অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে; সবকটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবী ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন – বাদশা আবদুল

আজিজ প্রবেশপথ। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। আপনার সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন। কা'বা শরীফে স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থান তথা জুতা রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় জুতা-স্যান্ডেল রাখুন। যেখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে আর খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি জুতা রাখার ব্যাকের নাম্বার দেওয়া আছে। এই নম্বর স্মরণ রাখুন। সেক্ষেত্রে আপনার পিঠের ব্যাগেও জুতা-স্যান্ডেল সংরক্ষণ করতে পারেন। উমরার নিয়ম-কানুন আগে জেনে নেবেন, যেমন-সাত চক্করে তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান করা, নামায আদায় করা, সাযী করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো-যদিও তা মসৃণ পথ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) মাথা মুগুনো অথবা চুল ছোট করা – এ সব কাজ ধারাবাহিকভাবে করা। ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে ওই সময় নামায পড়ে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

হারাম শরীফে পৌছে করণীয়

হারাম শরীফে এই নিয়মে প্রবেশ করুন: অত্যন্ত বিনয়, আদব ও নম্রতার সাথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় পাঁচটি সুন্নাত আদায় করবেন: সুন্নাত পাঁচটি হলো:

১. বিসমিল্লাহ বলা।
২. দরুদ শরীফ পড়া।
৩. মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়া। তথা নিচের দোয়াটি পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

এই তিনটিকে একত্রে এভাবে পড়া যায়:

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবি ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক)

৪. প্রথমে ডান পা মসজিদের ভেতর রাখা।

৫. এতেকাফের নিয়ত করা। এভাবে নিয়ত করবেন যে, আমি যতক্ষণ এই মসজিদে থাকবো নফল এতেকাফের নিয়ত করলাম।

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল মসজিদ হিসাবে তাওয়াফ করার নিয়ম। কেননা, তাওয়াফ হলো মাসজিদুল হারামের তাহিয়াতুল মাসজিদ নামাযের স্তূলাভিষিক্ত।

মসজিদুল হারামে নারীর পাশে অথবা তার সরাসরি পেছনে কোনো পুরুষ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে না। কোনো দরজার সামনে নামায পড়া ঠিক নয়, এতে পথচারীর কষ্ট হয়।

কাবা শরীফ দেখে বিশেষ যে দোয়া করবেন

কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে প্রথমে তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ুন। এরপর দু’হাত তুলে নিচের দোয়াটিসহ অন্যান্য দোয়া করুন-

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِنْ حَجَّهِ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيْثُنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা যিদ হাযাল বাইতা তাশরীফান ওয়া তা’যীমান ও তাকরীমান ওয়া মাহাবাতান ও যিদ মান শাররাফাহু ওয়া আযযামাহু মিম্মান হাজ্জাহু আওয়িতামারাহু তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তা’যীমান ওয়া বিররা। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিনকাস সালাম হায়িনা রাক্বানা বিসসালাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার এই ঘরের বড়ত্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং শান-শওকত বাড়িয়ে দিন এবং হজ্ব ও উমরাকারীদের মধ্যে যে এ ঘরের সম্মান ও ইজ্জত করবে তার সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব ও নেকি

বাড়িয়ে দিন। আয় আল্লাহ! আপনি শান্তির মালিক, সকল শক্তির আপনার পক্ষ থেকেই। হে আমাদের প্রতিপালক! শান্তির সঙ্গে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।^{৫১}

এরপর প্রাণ খুলে দোয়া করুন। এখন দোয়া কবুল হওয়ার সময়। এভাবেও দোয়া করতে পারেন- “হে আল্লাহ! আমার প্রতি এমনভাবে সম্ভুষ্ট হয়ে যান যে আর কখনো অসম্ভুষ্ট হবেন না”। “হে আল্লাহ! আমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিন। তথা ‘আমি যে দোয়া করবো সে দোয়াই যেন কবুল হয়ে যায়’ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তালবিয়াও পাঠ করুন।

তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবেন

বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ওমরার তালবিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর হজ্জের তালবিয়া মিনায় প্রথম কংকর বা পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধ হবে।

উমরার তাওয়াফ (ফরয)

ওজুর সঙ্গে রমল ও ইজতিবাসহ তাওয়াফ করুন। তাওয়াফের শুরুতে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন। এরপর হজ্জের ইহরামের পর থেকে ১০ ঘিলহজ্জ পাথর মারার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়বেন। উমরার তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে কাঁধ হেলিয়ে একটু দ্রুতপদে বীরদর্পে চলাকে রমল বলে। আর তাওয়াফের সময় ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে ‘ইজতিবা’ বলে। হাজরে আসওয়াদের কোণায় এসে (ডান পাশে সবুজ বাতির প্রতি লক্ষ রেখে ঠিক করতে হবে) তাওয়াফের নিয়ত করুন। তারপর এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করুন এবং পড়ুন-

৫১. আস সুনানুল কুবরা- ৫/৭৩, নসবুর রায়- ৩/৩৭, আল মাসালিক- ১/৩৮২।

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَإِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুমা ইম্মানান বিকা ওয়াতাসদীকান বিকিতাবিকা ওয়াইত্তিবাআন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা।

কেউ যদি উক্ত দোয়া না পারে তাহলে শুধু ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবার’ বললেও চলবে। এরপর উভয় হাতের তালুতে চুমু দিতে পারেন। তালুতে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা’বাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্রে ‘রমল’ করা সুন্নাত। ‘রমল’ অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা। রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। স্পর্শ হলে হাতে চুমু খাবেন না। রুকনে ইয়ামানিতে এলে এই দু’আ পাঠ করতে থাকুন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : ‘রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাহ ওয়াকিনা আযাবান নার’।

হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উক্ত দোয়াটি পড়তে থাকুন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে চক্ৰ পুরো করুন। পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে হাত দিয়ে ইশারা করে দ্বিতীয় চক্ৰ শুরু করুন। এভাবে সাত চক্রে তাওয়াফ শেষ করুন। হাতে সাত দানার তাসবীহ অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্ৰ ভুল হবে না। সপ্তম চক্ৰ শেষে অষ্টম বারের মতো আবার হাজরে আসওয়াদকে পূর্বের নিয়মে ইশারা বা সরাসরি চুমু খেয়ে নিন।

প্রশ্ন : তাওয়াফের সময় ইজতেবা/রমল করতে না পারলে করণীয় কী?

উত্তর : রমল ও ইজতিবা করা সুন্নাত। ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তবে তা ছুটে গেলে দম বা জরিমানা ওয়াজিব হয় না। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে রমল বা ইজতিবা না করার কারণে কেনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বা হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে (মাকরুহ সময় ছাড়া) দুই রাকাত নামায পড়ে দোয়া করুন। এই নামাযের সময় ডান কাঁধ ঢেকে নিবেন। ডান কাঁধ খোলা রেখে নামায পড়া মাকরুহ। মনে রাখবেন, এটা দোয়া কবুলের সময় তাই প্রাণ খুলে দোয়া করুন। আসরের পর তাওয়াফ করলে মাগরিবের পর তাওয়াফের দু'রাকাত নামায পড়ুন। মনে রাখতে হবে নামাযটি নফল তবে পড়া ওয়াজিব।

সায়ীর পূর্বে যমযম পান করা

মাকামে ইবরাহীমে তাওয়াফের দু'রাকাত আদায় করার পর হাতের ডানে পিছনের দিকে তাকালে  to masa দেখতে পাবেন। সেদিকে অগ্রসর হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে যমযমের সুব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তৃপ্তি সহকারে যমযম পান করুন। যমযম পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ... এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন। যমযম পান করার আগে এই দোয়া পড়ুন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক্কা ইলমান নাফিআ, ওয়ারিযক্বান ওয়াসিআ, ওয়াশিফাআম মিন কুল্লিদা'।

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারি ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও সর্বপ্রকার রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

উমরার সায়ী (ওয়াজিব)

যমযম পান করার পর সাফা পাহাড়ের পথে অগ্রসর হোন এবং কিছুটা সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠতে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) নিচের দোয়াটি পড়ুন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ... أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

উচ্চারণ : ইল্লাস সফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহ (সম্ভব হলো পুরো আয়াত পাঠ করুন) আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি।

বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে আবার হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাড়িয়ে ইসতিলাম তথা পূর্বের মতো ইশারা করুন অতঃপর সাফা পাহাড়ে গিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সায়ীর নিয়ত এইভাবে করুন ' হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্ভ্রুতি অর্জনের উদ্দেশে উমরার সায়ীর নিয়ত করলাম' এরপর তিনবার ' আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার পর দরুদ পাঠ করুন। এভাবে পড়ুন-

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

এরপর এই দোয়া পড়ুন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়িন কাদীর।

সম্ভব হলে এই দোয়া পড়ুন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহ ওয়ানাসারা আবদাহ ওয়াহাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

এরপর দরুদ পড়ুন এবং দু'আর মতো করে হাত তুলে প্রাণ খুলে দোয়া করুন। এটা দোয়া কবুলের সময়।

তারপর মারওয়াযর দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে (এটা সেই জায়গা, যেখানে হযরত হাজেরা রা. পানির জন্য দৌড়েছিলেন) মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করুন, যা মুস্তাহাব। কিন্তু মহিলাগণ দৌড়াবেন না; বরং স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। দৌড়ানোর সময় এই দোয়া পড়ুন-

رَبِّ اغْفِرْ وَاِزْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইল্লাকা আনতাল আআ'যযুল আকরাম। মারওয়ায পৌঁছলে এক চক্র পূর্ণ হলো। মারওয়ায পাহাড়ে উঠে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। সাফা পাহাড়ে যেভাবে যেসব যিকির ও দু'আ করেছিলেন এখানেও তা-ই করুন। এটিও দোয়া কবুলের স্থান। এরপর পুনরায় পূর্বের মতো সেখান থেকে সাফায পৌঁছে আগের মতো কাবার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন। এবার দ্বিতীয় চক্র পূর্ণ হলো। এভাবে সাত চক্র পূর্ণ করুন। মারওয়ায গিয়ে সপ্তম চক্র শেষ করে দু'আ করুন।

প্রশ্ন : তাওয়াফ এবং সাযীর মাঝে দীর্ঘ বিরতি দেয়া যাবে কি?

উত্তর : তাওয়াফ এবং সাযীর মাঝে স্বল্প সময়ের বিরতি দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। মনে করুন তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর সাযীর পূর্বে টয়লেটের প্রয়োজন পূর্ণ করা অথবা ক্লাস্তি দূর করার জন্য কিছুক্ষণ বসে একটু বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে, তাতে কোনো মাকরুহ বা অনুত্তম হবে না। তবে দীর্ঘ বিরতি যেমন-ধরুন আপনি সকালে তাওয়াফ করলেন আর যোহরের পর অথবা বিকালে সাযী করলেন সে ক্ষেত্রে মাকরুহ হবে, তবে কোনো দম লাগবে না। আবার অনেকে সাযীর পর ইহরাম দীর্ঘায়ু করার জন্য হলক করতে বিলম্ব করে সেক্ষেত্রে একই বিধান, দীর্ঘ বিরতি হলে তা মাকরুহ হবে, কোনো দম লাগবে না।

উমরার ইহরাম ত্যাগ: মাথা মুগুন বা চুল কাটা (ওয়াজিব)

সায়ী শেষ করে পুরুষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুগুন করাবেন। তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। মহিলা হলে কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল আঙ্গুলের গিঁট পরিমাণ কাটবেন।

এ পর্যন্ত উমরার কাজ শেষ হলো। তামাত্তু হজ্বকারীগণ এখন থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত বৈধ সব কাজ করতে পারবেন। তবে হারামের এরিয়াতে যেসব কাজ নিষিদ্ধ তা বলবৎ থাকবে।

হজ্জের ইহরাম (ফরয)

১. হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ্ব জোহরের আগেই মীনায় পৌঁছে যাবেন। (যদি সম্ভব হয়)

নিয়ত করার সময় বলবেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহু লী ওয়া তাক্ব্বালহু মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি হজ্জের ইচ্ছা করছি, আপনি তা সহজ করেন এবং কবুল করেন।

২. হজ্জে তামাত্তু আদায়কারীগণ ইহরাম বাঁধার পর মিনায় যাওয়ার আগে নফল তাওয়াফ করতে পারবেন। এমনকি সায়ীও করতে পারবেন। যদি এখন সায়ী করে থাকেন তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় সায়ী করতে হবে না।

এক নজরে হজ্জের সাত দিন

৭ই জিলহজ্জ

১. চার বা পাঁচ দিনের জন্য জরুরি সামান নিয়ে হাতব্যাগ প্রস্তুত করা।
২. বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাওয়া।

৮ই জিলহজ্জ

১. হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ্জ জোহরের আগেই মীনায় পৌঁছে যান। (যদি সম্ভব হয়) নিয়ত করার সময় বলবেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহুল্লী ওয়া তাক্ব্বালহু মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি হজ্জের ইচ্ছা করছি, আপনি তা সহজ করেন এবং কবুল করেন।

২. মিনা ময়দানে অবস্থান করা। ৩. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনায় জামাআতের সাথে আদায় করা, দোয়ায় কান্নাকাটি করা এবং সেখানেই অবস্থান করা।
৪. বেশি বেশি তেলাওয়াত ও যিকির করা।

৯ই জিলহজ্জ

১. সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা হওয়া।
২. খানাপিনাসহ অন্যান্য জরুরত যোহরের ওয়াক্তের পূর্বেই সেয়ে নিন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহর নামাযের পূর্বে উকুফে আরাফার উদ্দেশ্যে গোসল করা সুন্নাত।

আরাফার ময়দানে নামাযের বিধান

আরাফার ময়দানে অবস্থিত মসজিদে নামিরায যোহর ও আসর নামায জামাতে পড়লে ইমামের পেছনে একসঙ্গে আদায় করতে পারেন। আর

মসজিদে নামিরা যদি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে, তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করুন। এদিন নিজ তাঁবুতে যোহর ও আসরের নামায স্ব স্ব সময়ে আলাদাভাবে আদায় করুন। মুকিম হলে চার রাকাত পূর্ণ পড়ুন। (যারা মোট ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি সময় মক্কায় অবস্থান করার নিয়ত করেছেন তারা জোহর ও আসরের নামায পূর্ণ চার রাকাতেই পড়ুন। চাই তা একাকি হোক বা জামাতে হোক। তবে যারা ১৪ দিন বা তার চেয়ে কম সময় মক্কায় থাকার নিয়ত করেছেন তারা সেখানে কসর তথা জোহর ও আসর দুই রাকাত পড়ুন)

বি. দ্র. আরাফার ময়দানে নামায নিয়ে কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদে জড়াবেন না। বিধায় কেউ যদি তাঁবুতে যোহর-আসর একত্রে পড়তে চায় তাকে বাধা দিবেন না। কেননা এটিও সহীহ।

৩. আরাফার দিনে সূর্য ঢলার পর থেকেই উকূফ করা সুন্নাত। যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে উকূফ তথা অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা জায়েয নয়। কিন্তু কেউ যদি এ সময়ের ভেতর আরাফায় পৌঁছতে না পারেন তাহলে আগত রাতের সুবহে সাদিকের মধ্যে যেকোনো স্বল্প সময় আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।^{৭২}

তাকবীরে তাশরীক

৯-১৩ যিলহজ্ব প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাই প্রত্যেক হাজ্জীকে এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি যিলহজ্জের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করতেন।^{৭৩}

৫২. গুনয়াতুল্লাসেক- ১৫৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/২২৯, জামে তিরমিযী- ২৯৭৫।

৫৩. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ৫৬৭৮।

উকূফে আরাফার আমল

এ দিন আল্লাহর কাছে অনেক মহিমাযিত। এদিনেই আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণতা দানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর নিআমতকে পূর্ণ করেছেন। এদিনেই হজ্বের মূল আমল উকূফে আরাফা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ এ দিনের কসম করেছেন। এ দিনের দোয়া আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ দোয়া। এ দিনের রোযার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার দুই বছরের গুনাহ মাফ করেন। এদিন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

* এই দিনের শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো এই-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাল্ লা শারীকালাহ লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু ওয়াহ্য়া আলাকুল্লি শাইয়িন কাদীর। * * মূলত আরাফায় বিশেষ কোনো দোয়া বা যিকির পড়া অতিব জরুরী নয়। যেকোনো দোয়া ও কান্নাকাটিতে পুরো সয়ম ব্যস্ত থাকুন।

- * সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, অন্যান্য যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ ও ইস্তিগফার, কালেমা তাইয়্যিবা পাঠে মশগুল থাকুন।
- * আল্লাহর তাআলার দরবারে হাজিরীর অনুভূতি নিয়ে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন।
- * কিবলামুখী হয়ে যথাসাধ্য দাঁড়িয়ে উকূফ করার চেষ্টা করুন।

মুযদালিফায় রওয়ানা

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করে মাগরিবের নামায না পড়েই তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন। আজকের দিনে মাগরিবের নামায ইশার ওয়াক্কে মুযদালিফায় গিয়ে পড়া ওয়াজিব। জামাতবদ্ধভাবে গাড়িতে যেতে চাইলে গাড়ির জন্য অপেক্ষার সময় তালবিয়া, তেলাওয়াত, ইস্তিগফার, তাসবিহ-তাহলীলে মশগুল থাকুন।

- * মুযদালিফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য ওয়াজিব।^{৪৪}

কংকর সংগ্রহ ও ধরন

মুযদালিফা থেকে প্রথম দিনের সাতটি ছোট কংকর সংগ্রহ করা সুন্নাত। তবে বাকি দিনগুলোর জন্য মোট ৭০টি কংকর সেখান থেকে সংগ্রহ করা যায়।

কংকর বুট বা ছোলার দানার মত ছোট হওয়া উত্তম। সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির মত হতে পারে। তবে বড় পাথর মারা মাকরুহ।

মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে আদায়ের পদ্ধতি

মুযদালিফায় পৌঁছে নারী-পুরুষ উভয় এশার ওয়াক্তে প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করবেন। এরপর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে এশার নামায পড়বেন। অর্থাৎ, প্রথমে আযান-ইকামত দিবেন। এরপর মাগরিবের নামায শেষে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে আবার এশা শুরু করবেন। অবশ্য দুই ইকামত অর্থাৎ এশার জন্য ভিন্ন ইকামত বলার হাদিসও আছে। তাই উভয় আমলই সঠিক।^{৪৫}

- * মাগরিব-এশার নামায একত্রে আদায়ের পর প্রথমে মাগরিবের সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর এশার সুন্নাত ও বিত্ব পড়বেন।^{৪৬}
- * মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়ার জন্য জামাত শর্ত নয়। একাকি পড়লেও দুই নামায একত্রে এশার ওয়াক্তে পড়তে হবে। তবে পুরুষের জন্য জামাতে সাথে পড়া উত্তম। মহিলাগণ একাকি পড়বেন।^{৪৭}
- * মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা সুন্নাত।

৪৪. সহীহ বুখারী-১৬৬৭, সহীহ মুসলিম- ১২৮০।

৪৫. মুসলিম- ১২৮৮, সহীহ বুখারী- ১৬৭৩।

৪৬. হিন্দিয়া- ১/২৩০।

৪৭. মানাসিক- ২১৪।

উকূফে মুযদালিফার সময়

উকূফে মুযদালিফা ওয়াজিব। উকূফে মুযদালিফার সময় ১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে চতুর্দিক খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত। সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অল্প সময় অবস্থান করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। আউয়াল ওয়াত্তে ফজরের নামায পড়ে মুযদালিফায় উকূফ করুন। এই সময় খোলা আকাশের নিচে তাসবীহ, তাহলীল ও দোয়ায় মশগুল থাকুন।

১০ই জিলহজ্জের আমল

- * সম্ভব হলে সুবহে সাদিকের পরে গোসল করা।
- * বেশি বেশি তালবিয়া, যিকর, দু'আ ও তেলাওয়াত করতে থাকা।

মিনায় জামারার উদ্দেশ্যে রওয়ানার সময়

- * সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনায় জামারার উদ্দেশ্যে রওনা করুন।
- * জামারাগুলোর কাছে পৌঁছে শুধু বড় জামারায় তথা বড় শয়তানকে সাতটি কংকর মারা ওয়াজিব এবং হাত তুলে দোয়া করা ছাড়া দ্রুত স্থান ত্যাগ করা উচিত।
- * ১০ যিলহজ্জ বড় জামারায় পাথর মারার সময় হলো, ঐ দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। এর ভেতরে পাথর মারলে তা আদায় হয়ে যাবে।

তালবিয়া পড়া কখন বন্ধ করবেন

হজ্জের ইহরামের পর থেকে এ পর্যন্ত উত্তম যিকির ছিলো তালবিয়া। বড় জামারায় প্রথম পাথর মারার সময় থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর আর তালবিয়া পড়ার বিধান নেই।

দমে শোকর বা হজ্জের কুরবানীর বিধান

হজ্জে তামাত্ত ও কিরান আদায়কারীদের জন্য ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে হেরেমের এরিয়ায় কোরবানী করা ওয়াজিব। কোরবানীর ব্যবস্থাপনায় নিজেদের উপস্থিত থাকা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে কোরবানী না করানো উত্তম। এই কুরবানীর গোশত হাজ্জী নিজেও খেতে পারবেন।

* ইফরাদ হজ্জকারীর উপর হজ্জের কুরবানী ওয়াজিব নয়।

হাজ্জীদের জন্য দেশে কুরবানী করার বিধান

যেসব হাজ্জী সাহেব মক্কায় ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুকিম থাকবেন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তাদের উপর যিলহজ্জের কুরবানী দেশে বা মক্কায় দেয়া ওয়াজিব। তবে এ সময় যারা মুসাফির থাকবেন তাদের উপর এ কুরবানী ওয়াজিব নয়।^{৫৭}

মাথা মুগুনো বা চুল কাটার বিধান

যিলহজ্জের ১০ তারিখে কুরবানী করার পর মাথা মুগুনো বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। এ ওয়াজিব আদায়ের সময় ১০ থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত থাকে। এর চেয়ে বিলম্বে মুগুনে দম ওয়াজিব হবে।

চুল কাটার পরিমাণ

পুরুষের জন্য মাথা মুগুয়ে ফেলাই উত্তম। তবে যদি ছোট করতে চায় তাহলে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল থেকে আগুলের অন্তত এক কর পরিমাণ ছোট করা ওয়াজিব। মহিলাগণের ক্ষেত্রেও মাথার অগ্রভাগ থেকে অন্তত এই পরিমাণ কাটা ওয়াজিব। উপরোক্ত নিয়মে চুল কেটে ফেললেই হালাল হয়ে যাবেন। এরপর থেকেই স্ত্রী ব্যতীত

ইহরামের নিষিদ্ধ সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে। তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে।^{৫৯}

উল্লেখ্য, এই ওয়াজিব কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করাও ওয়াজিব। তাই কেউ যদি কুরবানী নিশ্চিত না করে মাথা মুণ্ডায় আর জানতে পারে যে, তার কুরবানীর আগেই মাথা মুণ্ডানো হয়েছে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল

মাসআলা : হজ্জে পূর্বে উমরা করলে ওমরা শেষে মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা উভয়টি করা যায়। তবে চুল কাটাই উত্তম যেন হজ্জের পরে মাথা মুণ্ডন করা যায়। কেননা, হজ্জের পর মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাদেরকে হজ্জের পূর্বের উমরার পর চুল কাটতে বলেছিলেন।^{৬০}

মাসআলা : বার বার উমরা করলে প্রথমবার মাথা মুণ্ডন করা। এরপর যখন মাথার চুল থাকবে না, তখন মাথার ওপর শুধু ক্ষুর/ব্লেড ঘুরিয়ে নেওয়া, এভাবে প্রত্যেকবার কেবল ক্ষুর ঘুরিয়ে নেয়া ওয়াজিব। তেমনিভাবে পুরো মাথা টাক থাকলেও ক্ষুর ঘুরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব।^{৬১}

মাসআলা : হাজ্জীদের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মিনাতে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা সুন্নাত। হেরেমের এরিয়ার ভিতর অন্য কোথাও চুল মুণ্ডালেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হেরেমের বাইরে মাথা মুণ্ডালে বা চুল কাটলে দম ওয়াজিব হবে।^{৬২}

৫৯. হিদায়া- ১/২৭৬।

৬০. সহীহ বুখারী- ১৬৯১, সহীহ মুসলিম- ১২২৭।

৬১. রাদ্দুল মুহতার ২/৫১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১।

৬২. সহীহ মুসলিম- ১/৪২১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১৪০৭৮, মানাসিক- ২৩০।

৫২ - হজ্ব ও উমরা গাইড

মাসআলা : হজ্ব ও উমরা শেষে নিজের মাথা নিজেই মুণ্ডাতে পারবেন। নিজে হলক না করে অন্যকে হলক করিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু নিজের চুল কাটার সময় হওয়ার আগে অন্যের চুল কেটে দিলে তার উপর এক ফিতরা পরিমাণ সদকা করা জরুরী হবে।^{১০}

প্রশ্ন : ১ম বার চুল ছোট করার পর যদি এক কর পরিমাণ চুল না থাকে তাহলে পরবর্তী সময় কি হলক করা কি বাধ্যতামূলক হবে?

উত্তর : কারো মাথায় যদি এক কর পরিমাণ চুল না থাকে তাহলে তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা জরুরি। যার মাথায় চুল নেই বা মুণ্ডন করা হয়েছে সে ওমরার পর হালাল হওয়ার জন্য পুরো মাথায় মুণ্ডন করার মতো করে একবার ক্ষুর ঘুরিয়ে নেবেন।

প্রশ্ন : হলকের সময় অনেক সময় সেলুনে সাবান লাগায় সেটা কি জায়েয হবে?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তাই হলকের সময়ে সুগন্ধিযুক্ত সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

ফরয তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত)

১০ যিলহজ্ব ফরয তাওয়াফ তথা তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেন।

মাসআলা : ১০ই যিলহজ্ব প্রথমে কংকর নিক্ষেপ। এরপর কুরবানী করা অতঃপর মাথা মুণ্ডানো তারপর তাওয়াফে যিয়ারত করা এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নাত।

* তাওয়াফে যিয়ারতের সর্বশেষ সময় ১২ই যিলহজ্বের সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, হজ্জের পূর্বে নফল তাওয়াফের সাথে সায়ী না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করা ওয়াজিব।

* ১০ যিলহজ্জ ফরয তাওয়াফ করে মিনায় এসে রাত্রিযাপন করুন।
কেননা ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

প্রশ্ন : ঋতুশ্রাব অবস্থায় যদি ফরয তাওয়াফ কোনোভাবেই করতে না পারে যেমন মনে করুন হজ্জের অন্য কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে গ্রুপের সাথে মদিনায় চলে যেতে হচ্ছে অথবা ফ্লাইট শিডিউল ঐভাবেই করা যে, তাকে বাধ্য হয়ে দেশে চলে আসতে হচ্ছে, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারে, আর তার দেশে ফেরার সময় হয়ে যায়, কোনোভাবেই তা বাতিল করা বা বিলম্ব করা সম্ভব না হয় তবে এই অপারগতার কারণে সে এ অবস্থাতেই তাওয়াফ করবে। আর এজন্য একটি উট বা গরু জবাই করবে। সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফারও করবে। মোটকথা কোনো অবস্থাতেই তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে যাবে না। অন্যথায় তাকে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। যতদিন তাওয়াফ না করবে ততদিন স্বামীর সাথে থাকতে পারবে না।^{১৪}

১১ই জিলহজ্জের আমল

* বাদ যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিন শয়তানকে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারা ওয়াজিব। যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে পাথর মারলে তা আদায় হবে না।

* ১১ই যিলহজ্জ জামারায় পাথর মারার সময় হলো, ঐ দিন যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ

পর্যন্ত। এর ভেতরে পাথর মারলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সূর্যাস্তের আগে পাথর মারা মুস্তাহাব। মহিলা ও দুর্বলদের জন্য রাতে পাথর মারা অনুত্তম নয়।

- * ১১ যিলহজ্জ ফরয তাওয়াফ করে থাকলে মিনায় এসে রাত্রিযাপন করুন। কেননা ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

জামারায় পাথর মারার নিয়ম

- ক. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারি এবং শেষে বড় শয়তানকে পাথর মারা।
- খ. পাথর মারার সময় মিনা প্রান্তর নিজের ডানে থাকবে। আর মক্কা থাকবে বামে। সামনে থাকবে জামারা।
- গ. বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। সম্ভব হলে এই দোয়াটি পড়ুন- ‘ আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবরুরা ওয়াযাম্মাম মাগফুরা।’
- ঘ. প্রত্যেক জামারায় (শয়তানকে) ৭টি পাথর সাত বারে মারতে হবে। একবারে সাতটি মারলে একটি হিসাবে গণ্য হবে।
- ঙ. ছোট ও মাঝারি শয়তানকে পাথর মারার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী অবস্থায় তাসবীহ, তাহলীল পড়া এবং হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব। তবে বড় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন না; বরং দ্রুত সেখান থেকে চলে আসবেন।
- * ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে করে নিন।
- * রাতে মিনায় অবস্থান করা।

১২ই জিলহজ্জের আমল

- * বাদ যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিন জামারা তথা শয়তানকে উপরোল্লিখিত নিয়মে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারা

ওয়াজিব। যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে পাথর মারলে তা আদায় হবে না। মারলে দম ওয়াজিব হবে।

- * ১২ই যিলহজ্জ জামারায় পাথর মারার সময় হলো, ঐ দিন যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। এর ভেতরে পাথর মারলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সূর্যাস্তের আগে পাথর মারা মুস্তাহাব। মহিলা ও দুর্বলদের জন্য রাতে পাথর মারা অনুত্তম নয়।
- * ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফ করে নেওয়া জরুরি।
- * রাতে মিনায় অবস্থান করা, তবে ১২ তারিখ দ্বিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করা জরুরি নয়। কেউ অবস্থান করলে তার জন্য ১৩ তারিখের পাথর মারার বিধান রয়েছে। ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করলে ১৩ তারিখে পাথর মারতে হবে না বরং ১২ তারিখ পাথর মেরেই সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় চলে আসবেন।

১৩ই জিলহজ্জের আমল

- * ১২ তারিখ দ্বিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করলে ১৩ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকেই পাথর মারতে পারবেন। আর তা বলবৎ থাকবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাই এর পূর্বে পাথর মারতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে। তবে বাদ যোহর তিন শয়তানকে উল্লিখিত নিয়মে পাথর মারা উত্তম। এরপর মক্কায় ফিরে আসুন।

অন্যকে দিয়ে পাথর মারানোর বিধান

প্রত্যেক হাজী পুরুষ হোক বা মহিলা, নিজের পাথর নিজেই মারবে। শরীয়তসম্মত কোনো ওয়র ব্যতীত শুধু ভিড়ের অজুহাতে অন্যের দ্বারা পাথর মারানো জায়েয নয়। শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত অন্যকে দিয়ে পাথর মারালে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে

৫৬ - হজ্জ ও উমরা গাইড

পুনরায় নিজের রমী (পাথর নিষ্ক্ষেপ) করতে হবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।^{৬৫}

মাসআলা : ঋতুমতী মহিলাগণও রমী তথা পাথর মারতে পারবে।^{৬৬}

বিদায়ী তাওয়াফের বিধান

মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজ্জীগণ মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা(ওয়াজিব)। তাকে তাওয়াফে বিদা বলে। তবে উমরা আদায়কারীগণ তাওয়াফে বিদা না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, উমরাকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।^{৬৭}

তাওয়াফে বিদার সময়

তাওয়াফে যিয়ারতের পর থেকেই তাওয়াফে বিদার ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। বিধায় যাদের দ্রুত দেশে ফিরতে হবে তারা তাওয়াফে যিয়ারতের পরই তাওয়াফে বিদা করে নিতে পারেন।

তাওয়াফে বিদা করতে হয় মক্কা থেকে বিদায়ের সময়। বিধায় মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার দু-একদিন আগে তাওয়াফে বিদা করা উচিত নয়। যদি কেউ এমনটা করে থাকে তাহলে মক্কা থেকে বিদায়ে পূর্বে পুনরায় তাওয়াফে বিদা করে নেওয়া উত্তম।^{৬৮}

মাসআলা : তাওয়াফে বিদার সময় ঋতুশ্রাব অবস্থায় থাকলে এবং ফেরার আগে পবিত্র না হলে তা আদায় না করেই দেশে চলে আসতে পারবেন। আর এ কারণে কোনো জরিমানা আসবে না।^{৬৯}

৬৫. গুনয়াতুন নাসিক- ১৮৮।

৬৬. সহীহ বুখারী ১/২২৩।

৬৭. সহীহ বুখারী- ১৭৫৫।

৬৮. সহীহ বুখারী- ১৭৫৫, সহীহ মুসলিম- ১৩২৭, রদ্দুল মুহতার- ২/৫২৩।

৬৯. সহীহ বুখারী- ১৭৬০।

যেসব বিধানে মহিলাদের ভিন্নতা রয়েছে

১. মহিলারা মাহরাম ব্যতীত হজ্জে যেতে পারবেন না।
২. মহিলারা ইহরাম অবস্থায় স্বাভাবিক পোষাকে পুরো শরীর ঢাকবেন তবে তাদের জন্য শুধু চেহারায় কাপড় লাগানো নিষেধ। এজন্য বিশেষ ধরনের ক্যাপ পাওয়া যায় যা পরে উপর দিয়ে নেকাব বুলিয়ে দিলে চেহারার পর্দাও হয়। নেকাবও চেহারার সাথে লেগে থাকে না। হ্যাঁ, বাতাসে বা হাটাচলার সময় কখনও চেহারার সাথে নেকাব লেগে গেলে অসুবিধা নেই।
৩. মহিলারা ইহরাম অবস্থায় যেকোনো জুতা ও মোজা পরিধান করতে পারবে।
৪. তওয়াফের সময় তাদের ইজতেবা এবং রমল করতে হয় না।
৫. সাফা-মারওয়ার সায়ীর সময় সবুজ বাতির মধ্যবর্তীতে দৌড়াতে হয় না।
৬. মহিলারা মাসিক ঋতুশ্রাব অবস্থায় থাকলে ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়তে পারবে। হজ্জের অন্যান্য কাজও করতে পারবে। শুধু তাওয়াফ, নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ নিষেধ।
৭. ইহরাম অবস্থায় স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারবে, তবে তা বর্জন করা ভাল।
৮. নিচু আওয়াজে তালবিয়া পড়বে।

বদলী হজ্জের জরুরি মাসায়েল

মাসআলা- ১ : যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে এবং হজ্ব আদায়ের শারীরিক সক্ষমতাও আছে সেক্ষেত্রে তার নিজে হজ্ব করা জরুরি। এক্ষেত্রে অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানো জায়েয হবে না।^{৭০}

মাসআলা- ২ : যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে এবং হজ্ব আদায়ের সক্ষমতাও ছিল, কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করেনি। অতঃপর হজ্ব আদায়ের সক্ষমতা হারিয়ে মাযুর হয়ে পড়েছে। এমন ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো- নিজের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব

করানো অথবা মৃত্যুর সময় তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করানোর অসিয়ত করে যাওয়া।^{৭১}

মাসআলা- ৩ : কারো উপর হজ্ব ফরয হয়েছে এবং সে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে পৌঁছেছে, কিন্তু হজ্বের মূল সময়ের আগেই তার মৃত্যু এসে গেছে-এই ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্বের অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে তার উপর থেকে হজ্ব রহিত হয়ে যায়। কেননা, সে হজ্ব আদায়ের সুযোগ পায়নি।^{৭২}

মাসআলা- ৪ : মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজ্বের সফরে যাওয়া জায়েয নয়। অন্য মহিলাদের সঙ্গী হয়েও হজ্বে যাওয়া নাজায়েয। তার স্বামী বা মাহরামের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যদি মাহরামের ব্যবস্থা না হয় আর এভাবেই এমন বার্ষিক্য এসে যায় যে, নিজে হজ্ব করার আর শক্তি নেই তাহলে কাউকে পাঠিয়ে বদলী হজ্ব করিয়ে নিবে বা বদলী হজ্বের অসিয়ত করে যাবে।^{৭৩}

মাসআলা- ৫ : কোনো ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয ছিল, কিন্তু আদায় করেনি এবং তার পক্ষ থেকে আদায়ের অসিয়তও করেনি। এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়। তার পক্ষ থেকে ওয়ারিশদের বদলী হজ্ব করা বা করানো জরুরি নয়। তবে কোনো ওয়ারিশ বা অন্য কেউ স্বেচ্ছায় তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করলে এর দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়।^{৭৪}

মাসআলা- ৬ : বদলী হজ্ব প্রেরণকারী যদি বদলী আদায়কারীকে টাকা-পয়সার হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলে, ‘আমি আপনাকে হজ্বের জন্য প্রদত্ত টাকার মালিক বানিয়ে দিলাম বা আপনাকে হাদিয়া দিলাম তাহলে ঐ টাকায় আদায়কৃত হজ্ব দ্বারা

৭১. সহীহ বুখারী ১/২০৫; সহীহ মুসলিম ১/৪৩১

৭২. ফাতহুল কাদীর ২/৩২৭; আদুররুল মুখতার ২/৬০৪

৭৩. সহীহ বুখারী ১/২৫০; সহীহ মুসলিম ১/৪৩৪।

৭৪. সহীহ মুসলিম ১/৩৬২

শ্রেরকের ফরয হজ্ব আদায় হবে না। কারণ হাদিয়া করার কারণে বা মালিক বানিয়ে দেওয়ার কারণে সে ঐ টাকার মালিক হয়ে গিয়েছে এবং হজ্বটি তার নিজের টাকায় সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণে বদলী হজ্বের জন্য টাকাটা শ্রেরকের মালিকানায় রেখেই শ্রেরিত ব্যক্তিকে হজ্বের খরচ হিসাবে প্রদান করতে হবে। আর হিসাবের ঝামেলা এড়ানোর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে, শ্রেরণকারী টাকা দিয়ে একথা বলে দিবে যে, কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা আমাকে ফেরত দিতে হবে না বা কোনো হিসাবও আমাকে দিতে হবে না।^{৭৫}

মাসআলা- ৭ : বদলী হজ্বের জন্য নিজ দেশ থেকেই কাউকে পাঠাতে হবে। নিজ দেশ থেকে কাউকে পাঠানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্য দেশে অবস্থানরত কাউকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানো হলে শ্রেরণকারীর ফরয হজ্ব আদায় হবে না। সেক্ষেত্রে নিজ দেশ থেকে পুনরায় বদলী হজ্ব করতে হবে।^{৭৬}

মাসআলা- ৮ : মৃত ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্বের অসিয়ত করে গেলে নিয়ম হল, তার কোনো ঋণ থাকলে প্রথমে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা। এরপর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে বদলী হজ্বের অসিয়ত কার্যকর করা। এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা মৃতের আবাসস্থল থেকে হজ্বের জন্য পাঠানো সম্ভব হলে তার দেশ থেকেই কাউকে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশ থেকে কাউকে দিয়ে হজ্ব করলে মৃতের অসিয়ত ও ফরয হজ্ব আদায় হবে না। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা যদি মৃতের এলাকা থেকে হজ্ব করানো সম্ভব না হয় তাহলে ঐ টাকা দিয়ে যেখান থেকে হজ্ব করানো যায় সেখান থেকেই করাবে। অবশ্য ওয়ারিশগণ চাইলে নিজ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে মৃতের এলাকা থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবে।^{৭৭}

৭৫. যুবদাতুল মানাসিক ৪৫৯

৭৬. মানাসিক ৪৪০, রদুল মুহতার ২/৬০৫

৭৭. মানাসিক ৪৪০, রদুল মুহতার ২/৬০৫

মাসআলা- ৯ : মাইয়েত যদি বদলী হজ্জের অসিয়ত করে না যায় সেক্ষেত্রে মৃতের এলাকা থেকে বদলী হজ্ব করানো জরুরি নয়। তারা অন্য দেশ যেমন- সৌদি আরব বা তার কাছাকাছি কোনো দেশ থেকেও মাইয়েতের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করাতে পারবে। তবে এক্ষেত্রেও তার দেশ থেকে কাউকে পাঠিয়ে হজ্ব করানো উত্তম। কারণ এভাবে করলে মাইয়েতের উপর যেভাবে হজ্ব ফরয হয়েছিল সেভাবে আদায় করা হয়।^{৯৮}

মাসআলা- ১০ : বদলী হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে হবে। এর জন্য উত্তম হল, মুখে এভাবে বলা যে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম করছি বা নিয়ত করছি, এমনকি তালবিয়া বলার সময়ও তার নাম যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন এভাবে বলবে, লাববাইক আন ফুলান (ব্যক্তির নাম)। যদি তার নাম জানা না থাকে বা স্মরণ না থাকে তাহলে এভাবে বলবে যে, যিনি আমাকে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করছেন বা যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করছি তার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করলাম। ইহরামের সময় একবার এই নিয়ত করা যথেষ্ট। হজ্জের প্রতিটি কাজে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে হবে না।^{৯৯}

মাসআলা- ১১ : বদলী হজ্ব আদায়কারী যদি ইহরাম বাঁধার সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে ভুলে যায় তাহলে হজ্জের কাজ শুরু করার আগেই প্রেরকের পক্ষ থেকে নিয়ত করে নিবে। যদি নতুন করে প্রেরকের পক্ষ থেকে নিয়ত না করে হজ্জের আমলসমূহ করতে শুরু করে দেয় তাহলে তখন আর নিয়ত করার সুযোগ থাকে না। তখন এই হজ্ব হবে আদায়কারীর নিজের হজ্ব। প্রেরণকারীর টাকা ফেরত দেওয়া তার জন্য অপরিহার্য।^{১০০}

৯৮. আলবাহরুল আমীক ৪/২৩৪৮মানাসিক ৪৩৬, আলমুগনী, ইবনে কুদামা ৫/৪১

৯৯. মুসল্লাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/২৩৪

১০০. মানাসিক ৪৪২; রদ্দুল মুহতার ২/৫৯৯; গুনইয়াতুন নাসিক ৩২৫

মাসআলা- ১২ : মৃত ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কাউকে দিয়ে তার বদলী হজ্ব করানোর অসিয়ত করে থাকে যে, অমুক আমার বদলী হজ্ব করবে, অন্য কেউ করতে পারবে না, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে তার বদলী হজ্ব করানো জায়েয নয়। আর যদি অসিয়তের সময় কারো নাম বললেও অন্য কাউকে দিয়ে করাতে নিষেধ না করে থাকে অর্থাৎ শুধু এতটুকু বলেছে যে, অমুককে দিয়ে আমার বদলী হজ্ব করাবে, এক্ষেত্রে উত্তম হল ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়েই হজ্ব করানো। তবে ঐ ব্যক্তি যদি রাজি না হয় বা কোনো কারণে করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্য কাউকে দিয়েও করাতে পারবে।

তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির অসম্মতি বা অক্ষমতা ছাড়াও যদি তাকে না পাঠিয়ে অন্য কাউকে পাঠায় তাহলেও মৃতের ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।^{৮১}

মাসআলা- ১৩ : প্রেরিত ব্যক্তি প্রেরণকারীর আদেশের উল্টো করবে না। যেমন-প্রেরক হজ্জে ইফরাদ করার আদেশ করেছে, কিন্তু আদায়কারী প্রথমে নিজের জন্য উমরাহ করেছে। তারপর প্রেরকের পক্ষ থেকে হজ্ব করেছে। এমনটি করলে প্রেরকের হজ্ব আদায় হবে না। এক্ষেত্রে আদায়কারীকে অবশ্যই প্রেরকের টাকা ফেরত দিতে হবে।^{৮২}

মাসআলা- ১৪ : প্রেরক অনুমতি দিলে বদলী হজ্ব আদায়কারীর জন্য তামাত্ত বা কিরান হজ্ব করাও জায়েয। তদ্রূপ বিশেষভাবে ইফরাদ হজ্ব করার নির্দেশ না দিলে; সে ক্ষেত্রেও কিরান ও তামাত্ত যে কোনোটি করা জায়েয। হানাফী মুতাআখখিরীন ফকীহগণের অনেকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, প্রেরকের অনুমতি থাকলে বদলী হজ্ব আদায়কারী কিরান ও তামাত্ত যে কোনোটি করতে পারবে, ইফরাদ হজ্ব করা জরুরি নয়। এছাড়াও রিয়াদস্থ গবেষণা ও ইফতাবোর্ড এবং ভারতের ইসলামী ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্তও অনুরূপ।^{৮৩}

৮১. আলবাহরুল আমীক ৪/২৩৮৭, মানাসিক ৪৫১, আদুররুল মুখতার ২/৬০০

৮২. মানাসিক ৪৪৪; রাদ্দুল মুহতার ২/৬০০

৮৩. কেফায়েতুল মুফতী ৪/৩৪৫, ফাতাওয়াল লাজনাহ আদাইমাহ ১১/৮২।

কিছু জরুরি মাসায়েল

মাকরুহ সময় তাওয়াফ শেষ হলে নামাযের বিধান?

তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায তাওয়াফের পর অবিলম্বে আদায় করা উত্তম। বিনা ওজরে বিলম্বে পড়া মাকরুহ। তবে মাকরুহ ওয়াক্ত হলে পরবর্তী সময়ে পড়বে।^{৮৪}

ইহরাম অবস্থায় আন্ডার প্যান্ট পরা

ইহরাম অবস্থায় প্রয়োজনে আন্ডার প্যান্ট পরা জায়েয আছে। আর বিনা প্রয়োজনে পরা মাকরুহ। তবে কোনো প্রকার দম ওয়াজিব হবে না। আর হাফ প্যান্ট পরা সর্বাবস্থায় না জায়েয। পরলে দম ওয়াজিব হবে।^{৮৫}

এহরাম অবস্থায় খাবারের পর বা টয়লেট থেকে

এসে সাবান ব্যবহারের বিধান

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান দ্বারা হাত ধোয়া নিষেধ। কেউ ধুইলে সদকা ওয়াজিব হবে, দম নয়। আর এ সদকার পরিমাণ হল একটি সদকাতুল ফিতর সমপরিমাণ মূল্য।^{৮৬}

অযু-গোসলের পর গামছা দিয়ে মুখ মোছার বিধান

ইহরাম অবস্থায় অযু-গোসলের পর গামছা ইত্যাদি দিয়ে পুরো মাথা বা মুখমণ্ডল ঢেকে নিয়ে মুখমণ্ডল মোছা মাকরুহ। এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে এর কারণে কোনো জরিমানা আসবে না।^{৮৭}

৮৪. রাদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯, মানাসিক ১৫৫, গুনইয়াতুন নাসিক ১১৬

৮৫. আদ দুররুল মুখতার- ৩/৫৭৭, হাশিয়াতুত তাহতাবি- ১/৭৪২

৮৬. আলমুহীতুল বুরহানী- ৩/৫২।

৮৭. কিতাবুন নাওয়াযিল- ৭/৩৫৩।

মাকামে ইবরাহীমের পিছনে তাওয়াফের দু'রাকাত নামায না পড়ে অন্য জায়গায় পড়লে তার বিধান

তাওয়াফের দুই রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া মুস্তহাব। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে এই দুই রাকাত নামায পড়া যাবে। ইবনে আবী আশ্মার বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.কে তাওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি তাওয়াফ শেষে দু' রাকাত নামায পড়লেন। তখন তাঁর ও কিবলার মাঝে তাওয়াফকারীরা তাওয়াফরত ছিল।^{১৮} নিজের হোটেলের তাওয়াফের নামায পড়লে আদায় হবে। একান্ত কেউ আদায় করতে না পারলে কোনো দম আসবে না। তবে গোনাহগার হবে।

সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর স্থানে তাওয়াফের নামায আদায় হবে কি?

তাওয়াফের দু' রাকাত নামায হেরেমের সীমানার ভিতরে পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিধায় সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর স্থানে কেউ তাওয়াফের নামায আদায় করলেও আদায় হবে।^{১৯}

ধারাবাহিক একাধিক তাওয়াফ করে এক সঙ্গে কয়েক তাওয়াফের নামায আদায় করা যাবে কি?

একাধিক তাওয়াফ করে পরবর্তীতে নামাযগুলোকে একত্রে পড়া মাকরুহ। নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. একত্রে একাধিক তাওয়াফ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সাত চক্রে (অর্থাৎ এক তাওয়াফের পর) দুই রাকাত নামায পড়া জরুরি। তিনি একত্রে দুই তাওয়াফ করতেন না। বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ, ছালিম ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাহ. থেকে

৮৮. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা- ১৫২৬৮

৮৯. সহীহ বুখারী ১/২২০

৬৪ - হজ্ব ও উমরা গাইড

বর্ণিত, তাঁরা প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং একাধিক তাওয়াফ একত্রে করতেন না।^{৯০}

অযু ছাড়া তাওয়াফ ও ছাযী করার বিধান

অযুর সহিত যেকোনো তাওয়াফ করা ওয়াজিব। অযু ছাড়া তাওয়াফ করলে অযু করে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে। অযুর সহিত সাফা-মারওয়ায সাযী করা সুন্নাহ। তাই বিনা ওযরে ওযু ছাড়া সাযী করা মাকরুহ।^{৯১}

তাওয়াফের মাঝে অযু নষ্ট হলে করণীয়

তাওয়াফের তিন চক্কর বা এর কম আদায়ের পর অযু নষ্ট হয়ে গেলে অযু করে এসে পুনরায় শুরু থেকে সাত চক্কর পূর্ণ করুন। আর তাওয়াফের চার চক্কর বা এর বেশি আদায়ের পর অযু নষ্ট হলে উত্তম হল, অযু করে এসে পুনরায় প্রথম থেকে চক্কর শুরু না করে শুধু অবশিষ্ট চক্করগুলো আদায় করুন। তবে এক্ষেত্রেও কেউ যদি পুনরায় প্রথম থেকে সাত চক্করই পূর্ণ করে তাহলে সেটিও সহীহ হবে।^{৯২}

মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজ্ব ও উমরার বিধান

মাহরাম ছাড়া মহিলাদের জন্য হজ্বের সফরসহ যেকোনো সফর করা জায়েজ নয়। এমনকি মহিলাদের মাহরাম না থাকলে তার উপর হজ্ব ফরজও হয় না।^{৯৩}

আরাফায় কছরের বিধান

আরাফায় কসর করবেন না, পূর্ণ নামায পড়বেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে আরাফার ময়দানে মুকীম হাজীগণ যোহর-আসর পূর্ণ

৯০. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা- ৯০১২ ও ১৫০২৯।

৯১. আল ফিকহ আল্লাল মাযাহিবিল আরবাআ- ১/১০৫৩

৯২. সহীহ বুখারী- ১/২২০, গুনয়াতুল মানাসিক- ১২৭।

৯৩. সহীহ মুসলিম-৪২৩, বাহরুর রায়েক- ২/৫৫২

চার রাকাতই পড়বে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান-ও তাই। তাই নিজ নিজ তাবুতে পড়লে মুকীম হাজীগণ পূর্ণ নামায পড়বেন, কসর করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার সময় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযগুলো দুই রাকাত পড়তেন এবং নামায শেষে শহরবাসীদের উদ্দেশে বলতেন, হে শহরবাসী, তোমরা চার রাকাত পূর্ণ কর। কেননা, আমরা মুসাফির।^{৯৪}

আরাফায় একত্রে যোহর ও আছর আদায়ের বিধান

মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে যোহর ও আসর একত্রে ইমামের পিছনে আদায় করবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন সকালে ফজর নামায পড়লেন এবং মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশে রওনা হলেন। আরাফায় পৌঁছে নামিরাতে অবস্থান করলেন। (নামিরা হল আরাফার ঐ স্থান যেখানে ইমাম অবস্থান করেন।) অতঃপর যখন যোহরের সময় হল তখন দ্রুত নামায আদায় করলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়লেন। অতঃপর খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে আরাফার মাওক্বিফের (জাবালে রহমতের পাদদেশের) দিকে রওনা হলেন এবং সেখানে উকূফ (অবস্থান) করলেন।^{৯৫}

* মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে জোহরের সময় জোহর এবং আসরের সময় আসরের নামায আদায় করবেন। এমতাবস্থায় একত্রে পড়লে সময়ের আগে পড়া নামায আদায় হবে না। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম রাহ. বলেন, আরাফায় যখন নিজ তাবুতে নামায আদায় করবেন তখন প্রত্যেক নামায ওয়াক্ত মতো পড়বে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আযান-ইকামত দিবে।^{৯৬}

৯৪. সুনানে আবু দাউদ ১৭৩ গুনইয়াতুন নাসিক ১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া -১/২২৮,

৯৫. সুনানে আবু দাউদ ১/২৬৫

৯৬. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা- ১৪২৩৫

মিনায় কসরের বিধান

অনেকে ভুল করে হজে গিয়ে মুসাফিরের নামাজ পড়া আরম্ভ করে দেন। অথচ মাসআলা হলো, যদি মক্কা-মিনা মিলিয়ে কেউ ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে, তাহলে সে মুকিম হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে তাকে মক্কা, মিনা, মুজদালিফা ও আরাফায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ চার রাকাতই পড়তে হবে। তবে যদি ১৪ দিন বা এর চেয়ে কম দিন থাকার নিয়ত করে, তাহলে মক্কা ও মিনায় কসর করবে।^{৯৭}

তায়েফ থেকে মক্কায় আসতে কি ইহরাম লাগবে

যে ব্যক্তি ‘করনুল মানাযিল’ মীকাত অতিক্রম করে তায়েফ ঘুরতে যায় সেখান থেকে পুনরায় মক্কায় আসতে অবশ্যই করনুল মানাযিলে (মীকাতে) ইহরাম বাঁধতে হবে। ইহরাম ছাড়া প্রবেশ থাকলে পুনরায় সেখানে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে অথবা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের দায়ে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি দম দিয়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

لايجاوز الوقت إلا بإحرام

অর্থাৎ, ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা যাবে না।^{৯৮}

তামাত্তু হজ্জ পালনকারী উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার

পর পুনরায় নফল উমরা করতে পারবে কি?

যে ব্যক্তি হজে তামাত্তুর উদ্দেশ্যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সে উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার পর মক্কায় অবস্থানকালে হজ্জের ইহরামের পূর্বে অতিরিক্ত নফল উমরা করতে পারবে। বিধায়, এমন সাওয়াবের কাজ থেকে বাধা প্রদান করা উচিত নয়।^{৯৯}

৯৭. সহী মুসলিম-: ৬৮৭

৯৮. মুসান্নাফে আবনে আবি শাইবা- ২৪৫১, জাদীদ ফিকহি মাবাহিস- ২/৪৮৪।

৯৯. জাদীদ ফিকহি মাবাহিস- ২/৪৬৩, ইরশাদুস সারী- ১৯৪, রাহবারে হুজ্জাজ- ২৫

আয়েশা মসজিদ থেকে একাধিক ওমরাহ করার বিধান

যদি কোনো মানুষ একাধিক ওমরা করতে চায় তাহলে জমহুর মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতে তারও অবকাশ আছে। তার জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধতে হবে। সেক্ষেত্রে তানঈম নামক স্থানে অবস্থিত মসজিদে আয়েশা থেকে উমরার ইহরাম করতে পারেন।^{১০০}

মক্কায় অবস্থানকালে উমরার ইহরাম কোথা থেকে বাঁধতে হবে

মক্কাবাসী অথবা মক্কায় অবস্থানকারী যদি উমরা করতে চায় তাহলে তাকে হেরেমের এরিয়ার বাইরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। আর মসজিদে আয়েশা রা. যেহেতু হেরেমের এরিয়ার বাইরে এবং তা নিকটবর্তীও বটে, তাই সেখান থেকেও ইহরাম বেঁধে আসতে পারবেন।^{১০১}

মক্কা থেকে জেদ্দা গেলে ফিরতে ইহরাম জরুরী কিনা

শুধুমাত্র জেদ্দায় প্রবেশ করলেই ইহরাম জরুরী নয় বরং যদি বড় মিকাত অতিক্রম করে জেদ্দার বাহিরে যায় তাহলে মক্কা ফিরতে ইহরাম লাগবে।^{১০২}

বিমানের মধ্যে সেলাইযুক্ত পোশাক পরে ইহরাম বাঁধা

মূলতঃ সেলাইবিহীন পোশাক পরে ইহরাম বাঁধতে হয়। তবে কোনো কারণবশত কোনো ব্যক্তি যদি মীকাতের কাছাকাছি এসে সেলাইযুক্ত পোশাকে বিমানের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নেয়। তবুও তার ইহরাম শুদ্ধ হবে। তবে সেলাইযুক্ত পোশাকে পুরো দিন বা পুরো রাত অতিবাহিত হলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায়

১০০. হিদায়া ১/২৩৫, রদ্দুল মুহতার- ২/৫৩৭।

১০১. আপকে মাসাইল- ৪/৮৭, মাসায়েলে হজ্জ ও উমরা- ১৮৪।

১০২. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১৫/৩৮৯।

৬৮ - হজ্জ ও উমরা গাইড

(সেলাইযুক্ত শোপাকে পুরো দিন বা পুরো রাতের চেয়ে কম সময় থাকলে) তার উপর ছদকা ওয়াজিব হবে।^{১০৬}

হুইল চেয়ারে তাওয়াফ বা সাযী করানোর দ্বারা নিজের তাওয়াফ বা সাযী আদায় হবে কি?

হুইল চেয়ারে অন্যকে তাওয়াফ বা সাযী করানোর সময় নিজের তাওয়াফ ও সাযীর নিয়ত করে নিলে নিজের তাওয়াফ বা সাযী আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে আবার তাওয়াফ বা সাযী করার দরকার নেই। তদ্রূপ কেউ যদি কাউকে কোলে বহন করে তাওয়াফ বা সাযী করায় তার বিধানও পূর্বের মতো হবে।^{১০৮}

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান

মাতাফে তথা তাওয়াফের স্থানে ভিড়ের কারণে নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীসহ অন্য কোথাও কোনোক্রমেই নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।^{১০৯}

উমরার পর মদীনায় গিয়ে মক্কায় ফিরতে কি ইহরাম লাগবে

কোনো হাজী প্রথমে মক্কায় গিয়ে উমরা করে যদি মদীনায় যায় তাহলে তার মক্কা আসার সময় অবশ্যই হজ্জ বা উমরা যেকোনো একটির ইহরাম বাঁধতে হবে।^{১১০}

১০৩. ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া- ৪/২৬৫, শামীয়া- ২/৫৪৭, আল বাহরুর রায়েক- ৩/৬।

১০৪. আল বাহরুর রায়েক- ২/৩৮১, মুখতাসারুত তাহাবী-৬০, বাদায়েউস সানায়ে-

২/৪৪৯, আল মাজমু'- ৮/৩৯, মাসিক আল কাউসার, মার্চ- ২০২০, প্রশ্ন নং ৫০৪৩।

১০৫. শামী- ২/৫০২, সহীহ বুখারী- ৫১০, সহীহ মুসলিম- ৫০৭।

১০৬. আপকে মাসায়েল- ৫/৩১৩, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া- ৮/৭২-৭৩।

হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্থ হলে করণীয়

হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহসার বলে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, বাধাগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হেরেমের এরিয়ায় একটি কুরবানী করতে হবে। এরপর সে মাথা মুগুন বা চুল কেটে ইহরাম থেকে হালাল হবে। কুরবানীর পূর্বে সে যদি নিষেধাজ্ঞা কোনো কাজ করে থাকে তাহলে তার জরিমানাও আদায় করতে হবে।^{১০৭}

তালবীয়ার কিছু অংশ ছুটে গেলে

ইহরাম বাঁধার সময় পূর্ণ তালবীয়া পড়া সুন্নাত। তাই তালবীয়ার মধ্য থেকে কোনো শব্দ ছেড়ে দিলে মাকরুহ হবে।^{১০৮}

মহিলাদের ঋতুশ্রাবের সময় কিভাবে হজ্জের কাজ করবে

মহিলাগণ মাসিক ঋতুশ্রাব, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব ইত্যাদি থাকলেও ইহরাম বাঁধতে ও তালবীয়া পড়তে পারবে। হজ্জের অন্যান্য কাজও করতে পারবে যেমন মিনা, আরাফার আমল উকূফে মুযদালিফা ইত্যাদি সবই করতে পারবে। তবে এ অবস্থায় তাওয়াফ করা, নামায পড়া জায়েয নয়। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে পবিত্র হয়ে গেলে অবশ্যই এর ভিতরেই ফরয তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। কিন্তু যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের ভিতর পবিত্র না হয় তাহলে পবিত্র হওয়ামাত্র আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কোনো দম বা জরিমানা আসবে না।^{১০৯}

৭ যিলহজ্জ ইহরাম কোথায় বাঁধা উত্তম

৭ যিলহজ্জ হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য পুরুষ-মহিলা কারো জন্যই মসজিদে হারামে যাওয়া জরুরি নয়। মহিলাগণ নিজ নিজ হোটেল

১০৭. কিতাবুল ফিকাহ- ১/১১৫৩, মুআল্লিমুল হুজ্জাজ-২৭২।

১০৮. সহীহ মুসলিম- ১১৮৪, দূররে মুখতার- - ২/৪৮৪, মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ- ১১৫, মাসিক আল আবরার- অক্টোবর- ২০২২, পৃষ্ঠা- ৪৬।

১০৯. রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

থেকেই ইহরাম বাঁধবে। পুরুষরাও হোটেল থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে পুরুষগণ সম্ভব হলে মসজিদে হারামে এসে নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বাঁধা ভালো। সেক্ষেত্রে হোটেল থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে মসজিদুল হারামে নামায পড়ে নিয়ত করবে।^{১১০}

মিনার তাবু যদি মুযদালিফার এরিয়ায় পড়ে

মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মিনার এলাকার বাইরে বহু তাবু লাগানো হয়। যেহেতু এটি জায়গা সংকীর্ণতার ওজরে করা হয়ে থাকে তাই আশা করা যায়, এ সকল তাবুতে অবস্থানকারীগণও মিনায় অবস্থানের ফযীলত পেয়ে যাবে। তবে যারা তাবুর বাইরে মিনার এলাকায় গিয়ে অবস্থান করতে পারে তাদের জন্য সেখানে অবস্থান করাই ভালো হবে।^{১১১}

অন্যকে দিয়ে পাথর মারার বিধান

প্রত্যেক হাজী পুরুষ হোক বা মহিলা, নিজের পাথর নিজেই মারবে। ভীড়ের কারণে কিংবা অন্য কোনো শরয়ী ওয়র ব্যতীত অন্যের দ্বারা পাথর মারা জায়েয নয়। শরয়ী ওয়র ব্যতীত অন্যকে দিয়ে পাথর মারলে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে পুনরায় নিজের পাথর মারতে হবে। যদি না করে তবে দম ওয়াজিব হবে।

শরয়ী ওয়র হল, এমন অসুস্থতা বা দুর্বলতা যার কারণে বসে নামায পড়া জায়েয। অথবা অসুস্থতার কারণে জামরাত পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কষ্টকর হয় কিংবা রোগ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তবে এরূপ ব্যক্তি অন্যকে দিয়ে পাথর মারতে পারবে।

মাজুর ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাথর মারার জন্য তার অনুমতি লাগবে। বিনা অনুমতিতে কেউ তার পক্ষ থেকে পাথর মারলে তা গ্রহণযোগ্য

১১০. মাসিক আলকাউসার- নভেম্বর- ২০০৭ঈ.

১১১. মাসিক আলকাউসার- নভেম্বর- ২০০৭ঈ.

হবে না। তবে অচেতন, পাগল এবং ছোট বাচ্চার অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক পাথর মারতে পারবে।^{১১২}

ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করার বিধান

ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ স্পর্শ করা বড় ভুল। বায়তুল্লাহর দেয়ালে ও গিলাফে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চতুর্দিকেই সুগন্ধি লাগানো থাকে। তাই যেকোনো অংশে হাত লাগানোর মাধ্যমে সুগন্ধি লেগে যায়, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। আবেগের বশবর্তী হয়ে ইহরামের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে বায়তুল্লাহয় হাত লাগান, আলিঙ্গন করেন কেউ কেউ। ফলে ইহরাম অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুগন্ধি লেগে যায়। এ সময় আবেগের বশবর্তী না হয়ে শরীয়ত অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন। একটু সতর্ক হলেই এই বড় ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। তবে মানুষের হাতাহাতির কারণে সুগন্ধি দূর হয়ে গেলে স্পর্শ করতে সমস্যা নেই।^{১১৩}

ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করা

বাইতুল্লাহর দেয়ালে ও গিলাফে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চতুর্দিকেই সুগন্ধি লাগানো থাকে, তাই যে কোনো অংশে হাত লাগানোর দ্বারা হাতে সুগন্ধি লেগে যায়, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।^{১১৪}

তাওয়াফের নামাজ হোটলে পড়া যাবে কি?

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু মাকামে ইবরাহীম সামনে রেখে পড়া সুন্নত। এ সুন্নত যেমন মাকামে ইবরাহীমীর নিকট পড়লে আদায় হয়, তেমনি মাকামে ইবরাহীমীকে সামনে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেও আদায় হয়। অবশ্য ওই বরাবর

১১২. আহকামে হজ্জ ৭৬-৭৭, মাসিক আলকাউসার- নভেম্বর- ২০০৭ঈ.

১১৩. সহিহ মুসলিম: ১/৩৭৩; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১২৪; আব্দুররুল মুখতার: ২/৪৮৭

১১৪. সহীহ মুসলিম ১/৩৭৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৪; আলমুগনী ইবনে কুদামা ৫/১৪০; আব্দুররুল মুখতার ২/৪৮৭

ভিড় থাকলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যেতে পারে। এমনকি মসজিদে হারামের বাইরে হেরেমের এলাকার হোটেলসহ যে কোন স্থানে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই।^{১১৫}

তায়্যেফের ড্রাইভার এবং প্রতি নিয়তে যারা যাতায়াত করে তাদের ইহরামের বিধান

মীকাতের বাইরে থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে সাধারণ অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম করেই আসার বিধান। কিন্তু বাস চালক, ব্যবসায়ী বা এমন লোকজন যাদের পেশার তাগিদে ঘন ঘন মক্কা মুকাররামায় আসা-যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় তাদের জন্য প্রত্যেকবার ইহরাম করে আসা এবং উমরা করা যেহেতু কষ্টকর বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। তাই এ ধরনের ব্যক্তি উমরার ইচ্ছা না করে থাকলে তাদেরকে হেরেমে প্রবেশের জন্য ইহরাম করতে হবে না। সুতরাং আপনার ঐ আত্মীয় ড্রাইভিং করার ক্ষেত্রে ইহরাম ছাড়াও মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এ কারণে তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না এবং কোনো গুনাহও হবে না ইনশাআল্লাহ।^{১১৬}

প্রশ্ন : ১২ অথবা ১৩ জিলহজ্জ পাথর মেরে সট প্যাকেজের অনেক যাত্রী ১ দিনের জন্য মদিনা মুনাওয়ারার জিয়ারতে যায় এক্ষেত্রে মদিনা থেকে ফিরতি ফ্লাইট হলে তো কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু যাদের ফ্লাইট জেদ্দা থেকে তাদের আবার মক্কায় ফেরৎ আসতে হয় এক্ষেত্রে মদিনা থেকে মক্কা আসতে হলে ইহরাম বাধতে হয় এটা জানি, কিন্তু সমস্যা হলো তখন ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হয় না চেক পোস্টে চেক করা হয় এক্ষেত্রে করণীয় কী? উত্তর : মদিনা থেকে জেদ্দা যেতে মক্কায় প্রবেশ করতে হয় না বা মক্কায় প্রবেশ করা জরুরীও না। বিধায় এমতাবস্থায় সরকারী নিয়ম

১১৫. ইবনে আবী শায়বা : ১৫২৬৭, ১৫২৬৮; সুনানে নাসাঈ ২/৩১; মানাসিক ১৫৬; হিন্দিয়া ১/২২৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯

১১৬. ফাতওয়া তাতারখানিয়া ৩/৫৫১; আলমাজমু শরহুল মুহায্যাব ৭/১৪;

ভেঙ্গে উমরা করতে মক্কায় যাওয়া ঠিক হবে না। তার পরেও যদি কেউ যেতে চায়, তাহলে স্বাভাবিক পোশাকে ইহরাম বেধে চেক পোস্ট অতিক্রম করেই ইহরামের পোশাক পরবেন এক কিছু সদকা করবেন। তবে স্বাভাবিক পোশাক যেন এক দিন বা এক রাত শরীরে না থাকে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

সফর যদি জেদ্দা হয়ে মদিনা হয় তাহলে ইহরামের বিধান

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনকারী অথবা ওমরাহ পালনকারী তার গন্তব্য বাংলাদেশ থেকে মদিনা। কিন্তু ফ্লাইটের সমস্যা বা কোনো কারণে যদি জেদ্দা হয়ে মদিনা যেতে হয় তাহলে তার ইহরাম বেধে মক্কা হয়ে ওমরাহ পালন করে মদিনায় যেতে হবে? নাকি ইহরাম বাধা ছাড়াই জেদ্দা থেকে মদিনায় যেতে পারবেন?

উত্তর : উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী তার সফরের উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য যেহেতু মদিনা সেহেতু তার জন্য ইহরাম বাধার প্রয়োজন নেই। তিনি ইহরাম ছাড়াই মদিনা চলে যাবেন। তবে সুযোগ থাকলে ইহরাম বেধে জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফে গিয়ে ওমরাহ পালন করত মদিনায় যেতে পারবেন।

যারা চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা বা

মক্কা শরীফে যায় তাদের ব্যাপারে ইহরামের বিধান

বাংলাদেশের লোক মক্কা বা হারাম শরীফে পৌঁছার ইচ্ছা করলে তার জন্য বিনা ইহরামে মিকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই; লোকটি হজ্জ ওমরার ইচ্ছা করুক বা ভ্রমণ, ব্যবসা প্রভৃতির ইচ্ছা করুক। মিকাত অতিক্রম করে থাকলে তার জন্য জরুরি হবে কোন মিকাতে উপস্থিত হয়ে এহরাম বাঁধবে অন্যথায় তার উপর দমে কাফফারা ওয়াজিব হবে। তবে যারা বাংলাদেশ থেকে জেদ্দায় যায় তাদের ইহরাম বাধতে হবে না। ^{১১৭}

প্রশ্ন : আমরা সকলেই জানি যে, মক্কা এবং মদিনায় জানাযার নামাযে এক সালাম দেয়া হয়। আমরা তো পূর্ণ নামাযে ইমামের অনুকরণ করি। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? আমরা কি সালাম একটাই দিবো না দু'দিকে সালাম দিবো?

উত্তর : মক্কা মদিনার ইমামের পিছনে ইকতেদা করলে জানাজার নামাজে দু'দিকে সালাম ফেরাবেন, তবে একদিকেও সালাম ফেরাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন : মক্কা এবং মদিনায় বিশেষ করে মক্কা শরীফে হারাম শরীফের চতুর পাশ্বে সংযোগ বিহীন মানুষ যেভাবে রাস্তায় নামায আদায় করে তা জায়েয কিনা?

উত্তর : হজ্জের সফরে একটি ভুল অনেক হাজীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা হারাম শরীফ থেকে বহু দূরে দাড়িয়ে হারাম শরীফের জামাতের সাথে ইকতিদা করে। অথচ মাসআলা এই যে, মসজিদের বাইরে ইকতিদা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, কাতার মিলিত হতে হবে। কাতারের মাঝে কোনো রাস্তা, নদী অথবা খালি ময়দান থাকলে ইকতিদা সহীহ হবে না। কিন্তু সেখানকার অবস্থা এই যে, অনেক সময় কিছু লোক রাস্তার অন্য পাশ্বে দাড়িয়ে ইকতিদা করে, মাঝে রাস্তা কেউ কেউ মসজিদে হারাম থেকে অনেক দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইকতিদা করে, এমনকি তাকবীরের আওয়াজও ঠিকমতো শুনতে পায় না। অথচ পাশের মসজিদের তাকবীরের আওয়াজ তার কানে আসছে। মনে রাখবেন, এত বেশি ফাঁকা রেখে ইকতিদা করলে ইকতিদা সহীহ হয় না। এই কারণে নামাযও সহীহ হয় না। এজন্য কর্তব্য হল সামনে এগিয়ে কাতারের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাড়ানো কিংবা নিকটবর্তী কোনো মসজিদের জামাতে শরিক হওয়া। হারাম শরীফের এক নামাযে এক লাখ নামাযের ছওয়াবের আশায় ভুল পন্থায় ইকতেদা করা সহীহ হবে না। এইভাবে এক রাকাতেরও ছওয়াব পাওয়া যাবে না।^{১১৮}

প্রশ্ন : হারাম শরীফে দেখা যায় যে, জামাত দাড়ানোর পর নামাযীরা নামাযরত অবস্থায় সামনের খালী কাতার পুরন করা জন্য সামনে হাটতে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো, নামাযে কতটুকু হাটাচলা করা যাবে ?

উত্তর : দুই কাতার বা ততোধিক কাতার একাধারে হাঁটাচলা করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। বিধায় কেউ যদি নামায শুরু করার পর একাধারে দুই কাতার সামনে চলে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

যেসব কারণে দম ও সদকা ওয়াজিব হয়

- * হজ্জ ওমরা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কা বা হারাম শরীফে গমনকারী ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করলে তার কর্তব্য মিকাতের বাইরে এসে ইহরাম বেঁধে যাওয়া। তা না করলে তার ওপর দম ওয়াজিব।
- * ইহরাম অবস্থায় মাথা, চেহারা, দাড়ি, হাত, হাতের তালু, পায়ের গোছা, রান ইত্যাদি বড় অঙ্গের পূর্ণ স্থানে খুশবু লাগালে দম ওয়াজিব হয়।
নাক, কান, গোঁফ, আঙুল প্রভৃতি ছোট অঙ্গেও বেশি পরিমাণ খুশবু লাগালে দম ওয়াজিব হয়। তবে ছোট অঙ্গে অল্প পরিমাণ খুশবু লাগালে দম নয় বরং সদকা ওয়াজিব।
- * শরীরের বিভিন্ন স্থানে খুশবু লাগালে দেখতে হবে যদি তা একত্র করলে বড় কোনো অঙ্গের সমপরিমাণ হয়ে যেত বলে মনে হয়, তাহলে দমও দিতে হবে।
- * যদি কাপড়ে খুশবু লাগায় বা খুশবু লাগানো কাপড় পরিধান করে তাহলে তাহলে খুশবুর পরিমাণ এক বর্গবিঘত বা তার বেশি হলে এবং পূর্ণ এক রাত বা পূর্ণ একদিন পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে। আর খুশবুর পরিমাণ তার চেয়ে কম হলে বা পূর্ণ একরাত বা একদিনের থেকে কম সময় পরিধান করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

- * ইহরাম অবস্থায় মাজন বা পেস্ট ব্যবহার করলে যদি সেই মাজন বা পেস্টে খুশবুর পরিমাণ কম থাকে তাহলে মাকরুহ হবে। তবে এ কারণে সদকা দিতে হবে না।
আর যদি খুশবুর পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে দম দিতে হবে।
- * ঘ্রাণযুক্ত কিছু পুরো কপালে লাগালে দম দিতে হবে।
- * ইহরাম অবস্থায় নারীরা হাতে মেহেদি লাগালে দম ওয়াজিব হবে। পুরুষেরা পুরো হাতের তালু বা পুরো দাড়িতে মেহেদি লাগালে দম ওয়াজিব হবে।
- * পুরুষের শরীরের মাপে বানানো হয়েছে এমন সেলাইযুক্ত পোশাক ইহরামের সময় স্বাভাবিক নিয়মে পুরো একদিন বা একরাত বা এর থেকে বেশি পরলে দম ওয়াজিব হবে। এর থেকে কম (সর্বনিম্ন এক ঘণ্টা) পরলে সদকা ওয়াজিব হবে। আর এক ঘণ্টার থেকে কম পরলে নিয়মিত সদকা নয় বরং এক মুষ্টি গম সদকা করলেই হবে। (অর্থাৎ, সামান্য কিছু পয়সা দান করলে হবে)।
- * ইহরাম অবস্থায় পুরুষের পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে এমন জুতো, বুট বা মোজা পূর্ণ একদিন বা পুরো একদিন বা একরাত পরিমাণ পরে থাকলে দম ওয়াজিব হবে। তার থেকে কম হলে সময় হলে সদকা ওয়াজিব হবে।
- * ইহরাম অবস্থায় পুরো একদিন বা একরাত বা এর বেশি সময় পুরো মাথা, থুতু, চেহারা বা অন্তত চার ভাগের একভাগ কোনো কাপড়ে ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব। আর এর কম হলে সদকা ওয়াজিব।
- * ইহরাম অবস্থায় মাথা বা দাড়ির চুলে এক চতুর্থাংশ কিংবা এর বেশি মুগুন করলে বা কাটলে বা উপড়ালে দম ওয়াজিব। এর কম হলে সদকা ওয়াজিব।
- * পুরো ঘাড় বা পুরো বগল বা নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করলে দম ওয়াজিব। আর এর কম পরিমাণ হলে সদকা ওয়াজিব।
- * অজু করার সময় বা কোনোভাবে মাথা বা দাড়ির তিনটি চুল পড়ে গেলে এক মুষ্টি গম পরিমাণ সদকা করতে হবে। আর ইচ্ছাকৃত

উপড়ালে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে এক মুষ্টি পরিমাণ দিতে হবে।
আর তিনের অধিক উপড়ালে পূর্ণ সদকা দিতে হবে।

- * রান্নার সময় চুল জ্বলে গেলে সদকা করতে হবে।
- * রোগের কারণে বা ঘুমের মধ্যে চুল জ্বলে গেলে কিছু ওয়াজিব হয় না।
- * আঙুলের নখ কাটলে প্রতিটির বদলে একটি করে সদকা করতে হবে।
- * ভাঙ্গ নখ কাটলে কিছু ওয়াজিব হয় না।
- * উত্তেজনার সঙ্গে কোনো নারীকে চুমু দিলে বা পরস্পরের লজ্জাস্থান মিলিত করলে দম ওয়াজিব হয়, বীর্যপাত হোক বা না হোক। তবে এ কারণে হজ্জ ফাসেদ হবে না।
- * উকুফে আরাফার আগে সহবাস করলে দম ওয়াজিব। এ কারণে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে এ বছর হজের অবশিষ্ট কাজগুলো যথারীতি পালন করতে হবে। পরের বছর হজের কাজা আদায় করতে হবে।
- * জানাবাত বা হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করলে পূর্ণ গরু বা উট দম দিতে হবে।
- * ইহরাম অবস্থায় একটি উকুন মারলে একটি রুটি বা খেজুর দান করতে হবে। দুটো বা তিনটি উকুন মারলে এক মুষ্টি গম পরিমাণ দান করতে হবে।
আর তিনের অধিক উকুন মারলে পূর্ণ একটি সদকা দিতে হবে।
- * ৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করলে দম দিতে হবে। তবে সূর্যাস্তের আগেই আবার আরাফার সীমানার ভেতর ফিরে এলে দম দিতে হবে না।
- * সুবহে সাদিকের আগে মুজদালিফা ত্যাগ করলে দম দিতে হবে। (অসুস্থ ও নারীদের দম দিতে হবে না।)

৭৮ - হজ্ব ও উমরা গাইড

- * যদি কেউ সব কয়দিনে রমী (কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ) ত্যাগ করে বা কোনো একদিনে পুরো রমী ত্যাগ করে, বা অল্প কিছু রমী আদায় না করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে।
- * কিরান ও তামাত্তু হজ্ব আদায়কারীদের জন্য দমে শোকর বা হজের কোরবানি ওয়াজিব। কেউ আদায় না করলে দম দিতে হবে।
- * কিরান ও তামাত্তু হজ্বকারীদের জন্য ১০ জিলহজ্ব প্রথম বড় জামারায় কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ, তারপর কোরবানি, তারপর মাথা মুগুনো- এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্বকারীর জন্য প্রথমে কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ তারপর মাথা মুগুনো এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এতে আগে-পরে বা উল্টাপাল্টা হলে দম ওয়াজিব।
- * ১১ ও ১২ জিলহজ্ব সূর্য ঢলার আগেই কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ করলে সূর্য ঢলার পর আবার কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় দম দিতে হবে।
- * ১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগেই হলক বা কছর করে নেওয়া ওয়াজি। বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব।
- * বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। না করলে দম দিতে হবে।
- * হারামের সীমানায় নিজে থেকে জন্মানো কোনো গাছ কাটা বা ভাঙ্গ নিষেধ। কাটলে বা ভাঙ্গলে সদকা ওয়াজিব।

২য় অধ্যায় মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত মদীনার ফজীলত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِيْ مَا جَعَلْتَ بِكَهَّ مِنَ الْبِرَّةِ

অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।^{১১৯}’

রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَيْسَتْ بِهَا فِرَاقِيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا

অর্থাৎ, ‘যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ করে। কেননা মদীনায় যে মারা যাবে আমি তার পক্ষে সুপারিশ করব।^{১২০}’

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

অর্থাৎ, ‘মদীনা ‘আইর’(পাহাড়) থেকে ‘সাওর’(পাহাড়) পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো অন্যায় কাজ করবে অথবা কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় প্রদান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত পড়বে। তার কাছ থেকে আল্লাহ কোনো ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।^{১২১}’

১১৯. সহীহ বুখারী- ১৮৮৫।

১২০. সহীহ মুসলিম- ১৩৭৪।

১২১. সহীহ বুখারী- ১৮৭০।

মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

অর্থাৎ, ‘আমার এ মসজিদে এক নামায আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম।^{১২২}

কোনো কোনো হাদিসে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় বলা হয়েছে। তাই মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতের বিষয়।

মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়া

হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. বলেন, ‘কেউ যদি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ একাধারে আদায় করে, এর মধ্যে কোনো নামাজ ছুটে না যায়, তাহলে তার জন্য দুটি পুরস্কার লেখা হয়, ক. জাহান্নাম থেকে মুক্তি। খ. মুনাফেক হওয়া থেকে মুক্তি।^{১২৩}

মসজিদে নববীতে নফল নামাজ পড়লেও প্রচুর পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। তাই হজের সফরে জামাতের সাথে তো নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি সময় নফল নামাজে কাটানোর চেষ্টা করা চাই।

যিয়ারতের আদব:

মদীনার মসজিদে নববীর উদ্দেশে রওয়ানা হবার পর রাস্তায় অধিক পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠ করা উচিত। মদীনা শহরে পৌঁছে প্রথমেই মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করা চাই। তবে যদি কোনো

১২২. সহীহ বুখারী- ১১৯০।

১২৩. মুসনাদে আহমাদ : ১২১৭৩; তাবরানি : ৫৪৪

জরুরত থাকে, তবে তা সমাপ্ত করে (গোসল করা উত্তম) সাথে সাথে মসজিদে নববীতে চলে আসা চাই। এরপর রওজায় যিয়ারত করা উচিত। মহিলাদের জন্য রাতে যিয়ারত করাই উত্তম। বর্তমানে মহিলাদের জন্য যিয়ারতের আলাদা সময় নির্ধারণ করা আছে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ :

মসজিদে নববীতে যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকের “বাবুল সালাম” নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সরাসরি রওযায়ে আকদাসে পৌঁছা যায়।

এই নিয়মে প্রবেশ করুন:

অত্যন্ত বিনয়, আদব ও নশ্তার সাথে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় পাঁচটি সুন্নাত আদায় করবেন: সুন্নাত পাঁচটি হলো:

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দরুদ শরীফ পড়া।

৩. মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়া। তথা নিচের দোয়াটি পড়বে।

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

এই তিনটিকে একত্রে এভাবে পড়া যায়:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
(বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক)

৪. প্রথমে ডান পা মসজিদের ভেতর রাখা।

৫. এতেকাফের নিয়ত করা। এভাবে নিয়ত করবেন যে, আমি যতক্ষণ এই মসজিদে থাকবো নফল এতেকাফের নিয়ত করলাম।

রওযা মুবারকে সালাম পেশ করার নিয়ম

একান্ত আদবের সাথে বাবুস সালাম নামক দরজা দিয়ে রওযা মুবারকের নিকট হাযির হতে হবে। কেবলার দিকে পিঠ করে হুযুর সা. এর চেহারা মুবারককে সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে। নবী করীম

৮২ - হজ্ব ও উমরা গাইড

সা. এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে হালকা আওয়াজে সালাম পেশ করতে হবে। সালাম এভাবে পাঠ করবেন:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলান্নাহ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

এরপর পড়ুন :

صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ. وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أَمَّتِكَ خَيْرًا.

اللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ

উচ্চারণ : সল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামা আলাইকা ওয়াআলা আলিকা ওয়াআসহাবিকা। ওয়াজাযাকাল্লাহু আন উম্মাতিকা খইরা। আল্লাহুম্মা আতিহিল ওয়াসিলাতা ওয়ালফাদিলাহ ওয়াবআসল্ল মাক্বামান মাহমূদাল্লাযী ওয়াআত্তাহ।

এরপর কালেমায়ে শাহাদাত এভাবে পড়ুন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ : আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু না শারীকা লাহু ওয়াআশহাদু আন্নাকা আব্দুল্লু ওয়ারাসূলুল্লু।

এরপর পড়ুন:

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ

فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ

উচ্চারণ: আশহাদু আন্নাকা ক্বদ বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়াআদাদাইতাল আমানাতা ওয়ানাসাহতাল উম্মাতা, ওয়াজাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কাল জিহাদ।

অতঃপর নিচের সালাত ও সালামগুলো পড়তে পারেন:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবান্নাহ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খইরা খলকিল্লাহ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবিয়্যীন)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রহমাতাল লিল আলামীন)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ،

(আস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া শাফীআল মুযনিবীন)

হযরত আবু বকর রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম

হযুর সা. এর উপর সালাম পাঠ করার পর ডান দিকে এক হাত সরে হযরত আবু বকর রা. এর কবর বরাবর দাঁড়িয়ে এইভাবে সালাম পাঠ করবেন:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَبَا بَكْرٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا،

(আস সালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ আবাবাকার, রাদিয়াল্লাহু আনকা ওয়াজাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খইরা)

হযরত উমর রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম

তারপর ডান দিকে এক হাত সরে হযরত ওমর রা. এর কবর বরাবর দাঁড়িয়ে এইভাবে সালাম পাঠ করবেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا

(আস সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনকা ওয়াজাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খইরা)

হযরত উসমান গণি রা. এর কবর যিয়ারতের নিয়ম

এরপর ফজর অথবা আসরের পরে জান্নাতু বাকীতে প্রবেশ করে হযরত উসমান গণি রা. এর কবর বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পাঠ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ذَا النُّوْرَِيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ خَيْرًا

(আস সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন যান্নুরাইন উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনকা ওয়াজাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খইরা)

জান্নাতুল বাকী বা বাকীউল গারকাদ এর যিয়ারতের নিয়ম

রাসূল সা. এর রওজা যিয়ারতে পর তার পূর্ব পাশেই বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী)কবরস্থানে ফজর বা আসরের পর প্রবেশ করে সাহাবা ও কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে এ ভাবে সালাম পেশ করতে হবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ، يَرْحَمُ
اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ : আস সালামু আলাইকুম দারা কওমিম মুমিনীন ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, ইয়ারহুমুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীন, নাসআল্লুলাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ।^{১১৪}

তাদের জন্য মাগফেরাত এবং রহমতের দোয়া করতে হবে। প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ আসর নিয়মিত জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করার চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর মদীনার অদূরেই অবস্থিত গুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান সেখানে গিয়ে যিয়ারত করা উচিত।

রিয়াযুল জান্নাতের ফযীলত

মূলত এর নাম রওজাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাহ। এটি দোয়া কবুলের জায়গা। সেখানে প্রাচীন মসজিদে নববীর অভ্যন্তরের পূর্বার্ধে ৭টি স্তম্ভ আছে। সেগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বা খুটি বলা হয়। এগুলোর গায়ে স্বর্ণের কারুকার্য করা আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওস্তোয়ানায়ে আয়েশা বা আয়েশা রা. এর স্তম্ভ। সেখানে সুযোগ করে নামায পড়া চাই। সেখানে নামায পড়ার সীমাহীন ফযিলত রয়েছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, লোকেরা যদি সেই স্থানটি জানতো তাহলে তারা সেটা লাভের জন্য লটারী করতো। রাসূলুল্লাহ সা. সেখানে বেশি বেশি নামায পড়তেন।^{১১৫}

মসজিদে কুবায দু'রাকাত নামাজে এক ওমরার সওয়াব

দুনিয়ায় ফজিলতপূর্ণ মসজিদের একটি হলো- মসজিদে কুবা। মসজিদটি মদিনা শরিফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এর দূরত্ব মসজিদে নববী থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মতো। 'কুবা' একটি কূপের নাম। এই কূপকে কেন্দ্র করে যে বসতি গড়ে উঠেছে তাকে কুবা মহল্লা বলা হয়। এই যোগসূত্রে মসজিদটির নামকরণ হয়- মসজিদে কুবা।

১২৪. সহীহ মুসলিম- ৯৭৪ ও ৯৭৫, আবু দাউদ- ৩২৩৭।

১২৫. সহীহ বুখারী- ৫০২, তাবারানী- ১/৪৭৫।

হাদিসে এসেছে, প্রতি শনিবার রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে কুবায়ে আগমন করতেন।^{১২৬}

আরেক হাদিসে বর্ণিত আছে, মসজিদে কুবায়ে নামাজ আদায় করার সওয়াব একটি ওমরার সমপরিমাণ।^{১২৭}

হযরত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘরে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সুন্নত মোতাবেক অজু করে) মসজিদে কুবায়ে আগমন করে নামাজ আদায় করে তাকে এক ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দান করা হবে।^{১২৮}

হাদিসের এমন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে নবীর যুগ থেকেই প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায়ে নামাজ আদায়ের জন্য গমন করা মদিনাবাসীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এখনও তাদের এই আমল অব্যাহত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণে কুবা মসজিদে আসা ও দু'রাকাত নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। হজ্জ পালন শেষে মদিনায় অবস্থানরত হাজিরাও মসজিদে কুবায়ে গিয়ে নামাজ আদায় করে থাকেন।

১২৬. সহিহ বুখারি-১১৩৪

১২৭. তিরমিজি-৩২৪

১২৮. ইবনে মাজাহ-১১৬৪।

বিবিধ

মক্কা মুকাররামার কিছু ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারার স্থানসমূহ জাবালে নূর বা হেরা পর্বত

মক্কার নিকটবর্তী উঁচু একটি পাহাড়ের নাম ‘জাবালে নূর’। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা আছে। গুহাকে আরবিতে ‘গারে হেরা’ বলে। ‘গারে হেরা’ অর্থ হেরা গুহা। এ গুহায় সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হয়। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়াতের আগে ইবাদত করতে আসতেন এবং একাধারে কয়েকদিন থাকতেন। সাথে খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে আসতেন।

জাবালে সাওর বা সাওর পর্বত

এ পাহাড়টি মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত। হিজরতের সময় এ পাহাড়ের গুহায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা.) তিনদিন আত্মাগোপন করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) পাহাড়ের পাদদেশে পাহারাদারী করতেন এবং দিনের বেলায় মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের খবর সংগ্রহ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরবরাহ করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর গোলাম আমির ইবনে ফুহইরা গুহায় দুধ সরবরাহ করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর দুই মেয়ে আম্মাজান আয়েশা (রা.) নিজের কমরবন্দ ছিড়ে পুটলী বাঁধায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ‘যাতুন নিতাকাইন’ বা দুই ফিতাওয়ালী উপাধী দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ গুহার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মসজিদে খাইফ

মিনায় জামারাতের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক মসজিদ। বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনা মতে এই মসজিদে হযরত মুসা (আ.) সহ ৭০ জন নবী নামায আদায় করেছেন। বিদায় হজ্জের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে নামায আদায় করেছেন। মুসনাদে বাযযারের বর্ণনা মতে অত্র মসজিদে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে। বর্ণনাটি দুর্বল।

মক্কার অন্যান্য যিয়ারার স্থানসমূহ

মক্কা শরীফের নিকটবর্তী আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমত, মসজিদে নামিরা, আরাফাতের ময়দান, মুযদালিফার ময়দান, মসজিদে মাশআরে হারাম, মিনার ময়দান, জ্বীন মসজিদ, জান্নাতুল মুআল্লা, মা খাদিজার (রা.) এর কবর ইত্যাদি স্থানসমূহ দেখানো হয়ে থাকে। এসব স্থান যিয়ারার সময় গাইডগণ সংশ্লিষ্ট স্থানের পরিচয়, গুরুত্ব ও করণীয় নির্দেশ করে থাকেন।

মসজিদে আয়েশা (রা.)

মসজিদে হারাম থেকে উত্তরে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফ যাওয়ার রোড়ে হারামের সীমানার বাইরে তানঈম' নামক স্থানে অবস্থিত। হারামের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী উমরা করতে আগ্রহীগণ এ মসজিদ থেকে উমরার ইহরাম বাঁধেন। বিদায় হজ্জের সময় আম্মাজান আয়েশা (রা.) এ স্থান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয় এবং মসজিদে আয়েশা নামে নামকরণ করা হয় আয়েশা মসজিদে নিজ খরচে যাতায়াত করতে হয়।

জি'রানা মসজিদ

মক্কা ও তায়েফের মধ্যমতী একটি স্থানের নাম জি'রানা। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানায় প্রায় ১৩ দিন (৫ জিলক্বদ থেকে ১৮ জিলক্বদ পর্যন্ত) অবস্থান করেন এবং হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ গনিমত বন্টন

করেন। অতঃপর জি'রানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করে ২৪ জিলক্বদ মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি জি'রানা মসজিদ হিসেবে খ্যাত। হারামের অভ্যন্তরে বসবাসকারী উমরাকারীদের জন্য জি'রানা থেকে ইহরাম বাঁধা সর্বোত্তম। কারণ স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছেন। জি'রানা মসজিদের যেতে চাইলে নিজ খরচে যাতায়াত করতে হয়।

মদীনা মুনাওয়্যারার কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন

সর্বপ্রথম খেজুর গাছের পাতা ও কাণ্ড দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল মসজিদে নববী। অতঃপর আনসারী এক মহিলা হুজুরের অনুমতি সাপেক্ষে তিনস্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরি করে দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় সিঁড়িতে বসতেন এবং দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসতেন এবং প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হলে দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসতেন এবং প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.) খলিফা হলে প্রথম সিঁড়িতে বসতেন এবং মাটিতে পা রাখতেন। হযরত উসমান (রা.) খলিফা হওয়ার পর প্রথম ছয় বৎসর হযরত উমরের মতই বসেছেন। তারপর উপরের সিঁড়িতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বসার স্থানেই বসতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজ্জ করতে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বরের তিনটি সিঁড়িতে দাঁড়াতেন যেটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সিঁড়ি ছিল। ৬৫৪ হিজরী মোতাবেক ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদে নববীতে আগুন লাগলেন অন্যান্য মূল্যবান আসবাবপত্রের সাথে মিম্বরটিও ভস্মিভূত হয়ে যায়। বর্তমানে যে মিম্বরটি রয়েছে তা ৯৯৮ হিজরীতে সুলতান মুরাদ ছালিহ আল উসমানী কর্তৃক প্রদত্ত মিম্বর।

মসজিদে কুবা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে হিজরত করে আসার সময় সর্বপ্রথম কুবা এলাকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অত্র মসজিদের মর্যাদা বর্ণনায় মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইট, পাথর বহন করে অত্র মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর কিবলা পরিবর্তনের পর পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সে নির্মাণেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশ গ্রহণ করেন। জিব্রীল (আ.) নিজে এই মসজিদের কিবলা ঠিক করে দেন। সে জন্য এ মসজিদকে দুনিয়ার সবচেয়ে সঠিক কিবলামুখী মসজিদ বলা হয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে প্রতি শনিবার মসজিদের কুবায়ে এসে দুই রাকআত ইশরাকের নামায পড়তেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি বাড়ি হতে বের হয়ে মসজিদে কুবায়ে পৌঁছে দুই রাকআত নামায আদায় করবে, সে একটি উমরার সমান সাওয়াব পাবে।

মসজিদে যুল কিবলাতাইন

এক বর্ণনা মতে অত্র মসজিদে সর্বপ্রথম কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয় জোহর অথবা আসরের দুই রাকআত নামায বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায় করার পর কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয় এবং বাকী দুই রাকআত কা'বা শরীফের দিকে ফিরে আদায় করা হয়। যেহেতু একই নামাযে দুই কিবলামুখী হয়ে অত্র মসজিদে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন সেহেতু এ মসজিদটিকে 'মসজিদে যুল কিবলাতাইন' (দুই কিবলাবিশিষ্ট মসজিদ) বলে। মদীনার প্রসিদ্ধ বনি সালাম গোত্রে এ মসজিদটি অবস্থিত। এটিকে মসজিদে বনি সালামাও বলে।

জান্নাতুল বাকী

মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান। হাদিসে এ কবরস্থানকে আল-বাকী বাকীয়ে গারকাদ বলা হয়েছে। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অনেক সাহাবী অত্র কবরস্থানে সমাহিত থাকায় উলামায়ে কেরাম একে জান্নাতুল বাকীও বলে থাকেন। যেখানে শায়িত আছেন হযরত উসমান (রা.) সহ প্রায় দশ হাজার সাহাবী, মা খাদিজা (রা.) ও মাইমুনা (রা.) ব্যতিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মীনিগণ সহ হুজুরের অন্যান্য কন্যাগণ। কিয়ামতের ময়দানে উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইখিত হবেন যথাক্রমে আবু বকর, উমর (রা.), তারপর জান্নাতুল বাকীতে শায়িতগণ, তারপর মক্কা এবং অন্যান্য এলাকার লোকজন উখিত হবেন। প্রায় শেষ রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারতের জন্য আসতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিব্রীল আমাকে বললেন: বাকীয়ে গারকাদে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনার প্রতিপালক আপনাকে আদেশ দিয়েছেন। আম্মাজান আয়েশা (রা.) প্রায়ই এ কবরস্থান যিয়ারত করতেন।

অত্র কবরস্থানটিকে কয়েকবার সম্প্রসারণ করা হয়। সর্বশেষ বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযিয (র.) এর শাসনামলে জান্নাতুল বাকী সম্প্রসারিত হয় বর্তমানে এর আয়তন ১,৭৪,৯৬২ বর্গমিটার। চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত কবরস্থানটির প্রবেশদ্বার রুটিন মাফিক যিয়ারত-কারীদের জন্য খুলে দেয়া হয়। মহিলাগণকে দেয়ালের বাহির হতে যিয়ারত করতে হয়। যিয়ারতের জন্য দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রবেশ শর্ত নয়, ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলে দেয়ালের বাইরে থেকেও যিয়ারাত করা যায়।

বিঃ দ্রঃ জান্নাতুল বাকীতে হযরত উসমান (রা.) এর কবর ছাড়া আর কারো কবর সনাক্ত করার কোন সুযোগ নেই।

জান্নাতুল বাকী যিয়ারতের শিক্ষা

জান্নাতুল বাকীতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অসংখ্য সাহাবী, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ, জান্নাতে মহিলাদের সর্দার মা ফাতেমাসহ কতইনা মর্যাদাশীল ব্যক্তিগণ এ কবরস্থানে শায়িত আছেন। কারো কবরই পাকা করা হয়নি, মার্বেল লাগানো হয়নি, গিলাফ পড়ানো হয়নি। আগর বাতি, মোমবাতি কিছুই নেই। কারণ তারা সবাই জানতেন যে, কবরে এসব করা হারাম। অতএব যাদের জান্নাতুল বাকী যিয়ারতের নসীব হয়েছে তাদের উপরোক্ত বর্জনীয় কাজগুলো না করতে পরবর্তী প্রজন্মকে অসিয়ত করে যাওয়া একান্তই কর্তব্য।

জাবালে উল্হদ

মসজিদে নববীর উত্তর দিকে লোহিত বর্ণের বিশাল পাহাড়টি মসজিদে নববী থেকেই দেখা যায়। দূরত্ব আনুমানিক ৫/৬ কিমি.। এ পাহাড় যেন একটি সুরক্ষিত দূর্গের মত দিবা-নিশি মদীনা মুনাওয়ারাকে পরিবেষ্টন করে পাহাড়া দিচ্ছে।

উল্হদ পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে হয়রত হামযা (রা.) সহ শুহাদায়ে উল্হদের কবর রয়েছে। প্রতিদিন যিয়ারতকারীগণ সেখানে যিয়ারতে আসেন।

এছাড়াও মদীনা শরীফে মসজিদে আবু বকর (রা.), মসজিদে উমর (রা.) মসজিদে আলী (রা.) মসজিদে আবু যর গিফারী (রা.), মসজিদে বেলাল (রা.) মসজিদে গামামা ইত্যাদি স্থানগুলো দেখানো হয়ে থাকে; যেগুলো মসজিদে নববীর কাছেই অবস্থিত এবং এগুলো হেঁটে যিয়ারাহ করা যায়।

ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারতের সময় করণীয়

১. যিয়ারতের স্থান যদি মসজিদ হয় তবে মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ সালাত আদায় করা সুন্নাত।
২. যিয়ারতের স্থান যদি কবরস্থান হয় তবে কবর যিয়ারতের দুআ পড়া সুন্নাত।
৩. এ ছাড়া অন্যান্য স্থান যিয়ারতে গেলে দেখা এবং শিক্ষাগ্রহণ করা ছাড়া সেখানে করণীয় কোন ইবাদত নেই।
৪. অনেককে দেখা যায় গারে সাওর, গারে হেরা ইত্যাদি স্থানে গিয়ে নামায পড়েন, দুআ করেন। কোন কোন বাংলা বইয়ে এসব স্থানে দুআ কবুল হয়, দুই রাকাত নামায পড়া যায় ইত্যাদি লেখা আছে। শরীয়াতে এগুলো কোনই ভিত্তি নেই।

পরিশিষ্ট

সফর খুবই কষ্টকর ব্যাপার

হজ্জের প্যাকেজ যত উচ্চ মূল্যেরই হোক-প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সফর আরাম-আয়েশের জায়গা নয়, সফর খুবই কষ্টের ব্যাপার।

এ ব্যাপারে নিম্নের হাদিসটি লক্ষ্যণীয়-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَنْبَغُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعِجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণা করেন: সফর হলো আযাবের একটি অংশ। সফর তোমাদের ঘুম, পানাহারকে বাঁধাগ্রস্থ করে। সুতরাং মুসাফির যখন তার সফরের প্রয়োজন পূরা করে ফেলে তখন সে যেন অবিলম্বে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

সফরে কষ্টের সময় হজ্জযাত্রীগণ তাদের মর্যাদার কথা চিন্তা করবে, আল্লাহর সম্মতি হা ছিলেন জন্য সকল কষ্ট-ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করবে, মানুষের মুখাপেক্ষী হতে না হয় এমন পরিমাণ টাকা, মাল- সামানা সাথে নিয়ে যাবে। মনে রাখবে- সফরের উত্তম সামানা হলো আল্লাহর ভয়।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

অর্থাৎ আর তোমরা সফরে প্রয়োজনীয় সামানা সাথে নিয়ে নাও, তবে মনে রাখবে উত্তম সামানা হলো আল্লাহর ভয়।

হজ্ব বিনষ্টকারী কাজ : নির্লজ্জ পাপাচার, বাগড়া-বিবাদ

মহান আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجِّ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করবে যে যেন স্ত্রী সম্বোগ বা নির্লজ্জ কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত না হয় এবং কোন ধরনের বাগড়া- বিবাদ যেন না করে। কারণ হজ্বের মধ্যে এগুলো নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

مَنْ حَجَّ هَذَا النَّيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَهَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক কা'বা ঘরে হজ্ব করবে, সে অবশ্যই স্ত্রী সম্বোগ বা নির্লজ্জ ও শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকবে, তবে সে হজ্ব হতে এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসবে যেন আজকেই তার মা তাকে প্রসব করেছে।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় কিছু বিষয়

হজ্ব বা উমরায় গমনের আগে প্রশিক্ষণ গুলোত অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। হজ্ব-উমরার প্রয়োজনীয় মাসায়িলগুলো অবশ্যই শিখে নিন। ব্যস্ততার অজুহাতে কোন কিছু না শিখে, না বুঝে হজ্ব বা উমরায় রওয়ানা দিবেন না। এতোই যদি ব্যস্ততা থাকে তবে হজ্ব বা উমরায় যাওয়ার নিয়ত কেনো করেছেন? মনে রাখবেন- হজ্ব বা উমরা করার আগে হজ্ব বা উমরার নিয়ম- কানুন জানা ফরজ। কিছুই না শিখলে না জানলে আপনার হজ্ব বা উমরা কোনটাই শুদ্ধ হবে না। অযথা টাকা খরচ করার দরকার কি? একটু ভেবে দেখুন।

একটি ফরজ বাদ গেলে হজ্ব-উমরা পুরোই বাদ যাবে। একটি ওয়াজিব ছুটে গেলে একটি পশু কুরবানী দিয়ে কাফফারা ১৫/২০ হাজার টাকা। ইবাদ আপনার। অতএব, আপনার গরজেই হজ্ব-উমরার সামায়িল শিখতে হবে।

- ❖ বর্তমানে প্রতি মুহূর্তেই সৌদি সরকারের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন হচ্ছে। সফরে যাওয়ার আগে এজেন্সী থেকে সর্বশেষ তথ্যাদি জেনে নিবেন।
- ❖ ফ্লাইট ডিল বিলম্ব, সিডিউল পরিবর্তন, ট্রানজিট ফ্লাইট মিসিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে এজেন্সী দায়ী নয়। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স, স্থানীয় সিভিল ইভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, বিমানের ক্রটি, আবহাওয়া কারণে ফ্লাইট বিলম্ব, সিডিউল পরিবর্তন, ফ্লাইট মিসিং ইত্যাদির মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এ রকম পরিস্থিতি হলে সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। বিকল্প ফ্লাইট দিবেন, প্রয়োজন হোটেল দিবেন। অর্থাৎ বিধি মোতাবেক বিমান কর্তৃপক্ষই যা করার করবেন। সেখানে এজেন্সীর কিছু করার ক্ষমতা বা সুযোগ নেই। এ ধরনের ঘটনার জন্য এজেন্সীকে দায়ী করা যাবে না।

স্বাস্থ্য বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়াদী

সম্মানিত আল্লাহর মেজমানগণ মনে রাখবেন, মক্কা-মদিনায় আল্লাহর রহমত ও স্বাস্থ্যই ইবাদতের মূল। শারীরিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা হজ্জ ফরজ হওয়ার পূর্বশর্ত। তাওয়াফ, সাযী, উমরা, হারামে সালাত আদায়, যিয়ারাহ মুযদালিফা হতে মিনায় গমন, জামারাতে কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি পবিত্র হজ্জ-উমরার প্রায় সকল কাজই হেঁটে করতে হয়। শরীর সুস্থ না থাকলে পবিত্র হজ্জ-উমরার সকল কাজ সঠিক ভাবে করা সম্ভব হয় না। তাই সুস্থ থাকার জন্য সর্বদায় মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখুন

- ❖ যারা বিভিন্ন রোগের জন্য নিয়মিত ঔষধ সেবন করেন তাদেরকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শমত যতদিনের সরফর তার ২/৩ দিনের বেশী প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ ও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সাথে রাখতে হবে। ইতিশ্রেনে ল্যাগেজ চেক করার

সময় ইমিগ্রেশন পুলিশকে প্রয়োজনে প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে- অনেক ক্ষেত্রে সৌদি আরবের ঔষধ আমাদের দেশের মানুষের জন্য ভাল ফল দেয় না। আমাদের দেশে ব্যবহৃত সব ঔষধ সৌদি আরবে পাওয়াও যায় না। তাই ঔষধ যা প্রয়োজন দেশ থেকে নিয়ে যাবেন।

- ❖ আল্লাহর রহমতের যাদের কোন রোগ নেই তারা ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, শরীর ব্যথা, পাতলা পায়খানা, হাই পাওয়ারের ১ ডোজ এন্টিবাইটিক, ডিসেন্ট্রী, ইত্যাদি রোগের জন্য কিছু ঔষধ, খাবার স্যালাইন সাথে নিয়ে যাওয়া ভাল।
- ❖ সকল ঔষধ লাগেজে বুকিং দিবেন না। যাতায়াতের রাস্তার জন্য ২ দিনের প্রয়োজনীয় ঔষধ অবশ্যই সাথে রাখবেন।
- ❖ যাদের উচ্চরক্তচাপ, ডায়েবেটিস, মৃগী রোগ কিংবা অন্য কোন বিশেষ ধরনের অসুখ আছে তারা অবশ্যই বিষয়টি এজেন্সী ও সাথীদেরকে জানিয়ে রাখবেন। নিয়মিত যাদের ডায়াবেটিস চেক করতে হয়- তারা চেক করার ভাল মেশিন সাথে নিবেন।
- ❖ রাস্তায়- মিনা, আরাফা, মুযদালিফায় অবস্থানকালীন সময়ে অভারলোড খানা খাবেন না; সমস্যায় পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আবার কমও খাবেন না; দুর্বল হয়ে যাবেন।
- ❖ মিনা-আরাফা মুযদালিফায় অবস্থানকালীন, মক্কা-মদিনায় থাকাকালীন পরিমাণ ও দরকার মত পানি, জুস, তরল জাতীয় খাবার খাবেন। মক্কা-মদিনার আবহাওয়া খুবই শুষ্ক। পানি শূন্যতা দেখা দিলে নানা ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার, শরীর দুর্বল হওয়ার আশংকা আছে। পেশাবের বেগের ভয় করবেন না, ইনশাআল্লাহ আবহাওয়াগত কারণেই মক্কা- মদিনায় পেশাব-পায়খানা কম হয়।
- ❖ যাদের ঠান্ডা পানি পান করার অভ্যাস নেই তারা কোন অবস্থাতেই ঠান্ডা জাতীয় পানি, জুস ইত্যাদি পান করবেন না। ড্রামে ইংরেজিতে বড় করে **NOT COLD** লেখা আছে সেগুলো হতে পানি পান করবেন। অথবা ঠান্ডা পানি কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা কমিয়ে পান করবেন। যাদের সর্বদা ঠান্ডা পানি পান করার অভ্যাস তারা ঠান্ডা

পানি পান করতে পারেন। মনে রাখবেন-মক্কা-মদিনায় একবার ঠান্ডা-কাশি লেগে গেলে সহজে আর ভাল হতে চায় না। অনেক ভোগান্তি হয়।

- ❖ ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করবেন না। সৌদি সরকার বিশ্ববিখ্যাত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হোটেলগুলোতে গরম পানি সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করেছেন। এটি আল্লাহর মেহমানদের উপকারের জন্য করা হয়েছে। গরম পানির দ্বারা গোসল করলে আল্লাহর রহমতে ঠান্ডা- কাশি, জ্বরসহ অনেক রোগ হতে রেহাই পাওয়া যায়। তবে পানি খুব বেশী গরম হলে একটু গরম কমিয়ে নিতে পারেন।
- ❖ যতদিন মক্কা- মদিনায় অবস্থান করবেন ততদিনই শুধুমাত্র যমযমের পানি পান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। যমযমের পানির জন্য একটি ছোট বোতল সর্বদা সাথে রাখবেন। যখন হারামে যাবেন নিজ হাতে যমযম ভরে এনে পান করবেন। বিগুচ্ছ হাদিসের বর্ণনা মতে যমযমের পানি সর্বরোগের ঔষধ। যমযমের এতো পরিমাণ পানি পান করার সৌভাগ্য আপনার জীবনে আর নাও হতে পারে। নবীজির হাদিসের উপরে বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে যারা নিয়মিত যমযমের পানি পান করেছেন, তারা অনেক জটিল ও কঠিন রোগ হতে আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেয়েছেন। পুরোনো হাজীদের সাথে আলাপ করলে এর অসংখ্য উদাহরণ আপনি নিজেই জানতে পারবেন।
- ❖ বিমানে, এয়ারপোর্টে এসির ঠান্ডার সমস্যা হলে অতিরিক্ত চাদর ব্যবহার করবেন। বাসায় রুমের এসি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবেন। খালি ন্যাড়া মাথায় এসিতে ঘুমাবেন না। ইহরাম অবস্থায় না থাকলে গামছা/রুমাল বা তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে ঘুমাবেন। প্রয়োজন হলে গায়ে কম্বল ব্যবহার করবেন।
- ❖ সকাল ১০/১১টার দিকে এবং মাগরিবের আগে/পরে পছন্দমত হালকা নাস্তা খাবেন। সুবিধা ও সাধ্যমত কিছু ফল-মূল, দই, দুধ, লাবান (মাঠা) ইত্যাদি খাবেন। শরীরটা ইনশাআল্লাহ অনেক ভাল

থাকবে। আল্লাহর রহমতে ইবাদতে অনেক শক্তি পাবেন। শুধু প্যাকেজের খানার উপর নির্ভর করে দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকবেন না। অতিরিক্ত ক্ষুধা নিয়ে খানা খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের নিয়তে আপনি যে একটি রিয়াল আপনার নিজের নাস্তার জন্য মক্কায় ব্যয় করবেন তার জন্য আপনি লক্ষাধিক রিয়াল সাদকা করার সাওয়াব পাবেন। (ছুবহানাল্লাহ!)

- ❖ গুরুতর অসুস্থ বা হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তিগণ মক্কায় রওয়ানা করার আগেই এজেন্সী বা মুয়াল্লিমের সাথে আলোচনা করে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে যাবেন। এ জন্য অতিরিক্ত কিছু রিয়াল খরচ করতে হবে। মিনা- আরাফা-মুযদালিফায় বাস্তব কারণেই হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে কাফেলা চলতে অনেক সমস্যা হয়। যিনি অক্ষম তারও অনেক সমস্যা হয়ে যায়। ঐ সময় সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।
- ❖ অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ে বিকল্প বা একাধিক অপশন দিয়েছেন। যেমন- গুরুতর অসুস্থ রোগীগণ অন্যের দ্বারা কংকর নিক্ষেপ করাতে পারেন, কুরবানী দিতে পারেন। হাজরে আসওয়াদের হাতে ইশারা দিলেই চুমু দেয়ার সমান সাওয়াব হয়, অসুস্থ ব্যক্তিগণ আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধা, অপশনগুলো গ্রহণ করুন। কিন্তু সাবধান! অলসতা করে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না।
- ❖ হজ্জের মূল কার্যক্রম শুরুর অন্তত: ২/৩ দিন আগে, সম্ভবমত পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরে এনার্জি সঞ্চয় করুন। হজ্জের আগে বেশি নফল উমরা, তাওয়াফ ইত্যাদি করে ক্লান্ত, শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে হজ্জের মূল কাজে রওয়ানা দিবেন না।
- ❖ হজ্জ বা উমরার সফরে রওয়ানা দেয়ার ২/৩ দিন পূর্ব হতে দাওয়াত খাওয়া বন্ধ করে দেয়া ভালো। হজ্জের সফরে রওয়ানা দেয়ার আগেই বেশী করে হাঁটার অভ্যাস করুন। কঠোর পরিশ্রমের জন্য শারীরিক ও মানষিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

- ❖ যেকোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন, অস্থির হবেন না, কোন কারনে দলছুট হয়ে গেলেও অস্থির হবেন না, সর্বাবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখুন। আল্লাহর রহমতের মক্কা-মদিনায় খুবই নিরাপদ শহর। কোন টেনশন করবেন না। অস্থিরতা, হায়-হতাশ থেকে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

অতীব জরুরী বিষয়: সকলে লক্ষ্য রাখুন

- ❖ পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট করোনার টীকার কার্ড, এজেন্সী প্রদত্ত সর্ব প্রকার কার্ড, বেল্ট, হোটেল কার্ড, সচল মোবাইল সেট, চার্জার, গাইডের মোবাইল নম্বর ইত্যাদি সর্বদা সাথে রাখুন, যেখানে যা দেখাতে হবে তা দেখিয়ে আবার নিজ দায়িত্বে হেফাজত করুন এবং এজেন্সীর নির্দেশনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও পালন করুন।
- ❖ মক্কা-মদিনায় হোটেল অবস্থানকালীন হোটেলের কার্ড অবশ্যই সাথে রাখবেন। বিশেষ করে বয়স্ক, কম শিক্ষিত ও মহিলাদের সাথে অবশ্যই হোটেলের কার্ড দিয়ে দিবেন। আল্লাহ না করুন হারিয়ে গেলে যে কাউকে কার্ড দেখালেন হোটেলে পৌঁছে দিবে। বিষয়টি অতীব জরুরী।
- ❖ ফ্লাইটের সিডিউল পরিবর্তন, ডিলে হওয়া বা বিলম্ব হওয়া, ট্রানজিট ফ্লাইট মিসিং হওয়া, ট্রানজিট টাইম পরিবর্তন হওয়া, ট্রানজিট টাইম বেড়ে যাওয়া, ইমিগ্রেশনে বিলম্ব হওয়া, ফিংগারিং আসতে দেরী হওয়া, ল্যাগেজ মিসিং হওয়া, অতিরিক্ত ল্যাগেজের জন্য চার্জ দেয়া, ল্যাগেজ র‍্যাপিং করা, ল্যাগেজে কোন সমস্যা হওয়া, ইমিগ্রেশনে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদির জন্য এজেন্সীকে দায়ী করা যাবে না। কারণ এসব কাজের উপর এজেন্সীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।
- ❖ প্রত্যেক হজ্ব এবং উমরা যাত্রী প্যাকেজের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা, বিষয়াদী ভাল করে পড়ে, শুনে বুঝে বুঝি দিবেন। পবিত্র সফরে রওয়ানা দেয়ার আগেই এসব বিষয় ভাল করে বুঝে নিবেন।

হজ্জ-উমরা সফরে যেসব সামানা সাথে নিবেন

১. ইহরামের কাপড় ইমরার জন্য ১ সেট, হজ্জের জন্য ২ সেট, কোমর বেল্ট ১টি।
২. লুঙ্গি, পায়জামা/ প্যান্ট, গেক্সী ও টুপি ২টি করে।
৩. পাঞ্জাবী/ শার্ট ৩টি।
৪. মহিলাদের প্রয়োজনীয় পোষক ৪ সেট।
৫. গামছা/ তোয়ালে ১টি।
৬. সেন্ডেল ২ জোড়া, জুতা ১ জোড়া।
৭. গ্লাস/ মগ, প্লেট, চামচ, ছোট দস্তুরখানা ১টি করে।
৮. শীতের কাপড় ১ সেট। (শীত কালে), রশি ২০ গজ।
৯. কাচি, চাকু, ব্লেড, রেজার ও নেইলকাটার।
১০. মিসওয়াক, টুথ পেস্ট, ব্রাশ ১টি করে।
১১. প্রেসক্রিপশনসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাবার স্যালাইন।
১২. পছন্দমত কিছু শুকনা খাবার।
১৩. জুতার ব্যাগ হ্যাণ্ড ব্যাগ/গলায় ঝুলানো ব্যাগ ১টি, বড় লাগেজ ১টি। ব্যাগে অবশ্যই ইংরেজিতে নিজের নাম, এজেন্সীর নাম পাসটোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা ও বড় অক্ষরে বাংলাদেশে লিখে নিবেন।
১৪. ভালমানের এন্ড্রয়েট ১টি সেট ও চার্জার। বাসায় পরিত্যক্ত, ৫/১০ বছরের পুরোনো সেট নিয়ে সৌদি আরব যাবেন না। সৌদির সিম পুরোনো সেট সাপোর্ট করে না।
১৫. করোনার টীকার কাগজপত্র সাথে রাখবেন।
১৬. ভালমানের মাস্ক কমপক্ষে ৬টি।
১৭. হজ্জ- উমরার মাসায়িল সংক্রান্ত কিতাব সাথে রাখবেন।
১৮. সর্বশেষ আপডেট তথ্যাদি এজেন্সী হতে জেনে নিবেন। হজ্জ এজেন্সীর নির্ধারিত (যদি থাকে) ইউনিফর্ম অবশ্যই সাথে রাখবেন।

১০২ - হজ্জ ও উমরা গাইড

হজ্জযাত্রীদের ইহরামের কাপড়সহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় মালামাল বাইতুল মোকাররম দক্ষিণ গেইটে, আশকোনা হাজী ক্যাম্পে সব মালামাল কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মসজিদের সামনেও এসবের দোকান পাওয়া যায়।

১৯. সানগ্লাস ও মোটা গোল্লা সাথে নিবেন।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

- ❖ কাচি, চাকু, ব্লেড, রেজার ও নেইলকাটার ইত্যাদি অবশ্যই বড় লাগেজের মধ্যে দিতে হবে। কোনক্রমেই এগুলো হাতের ব্যাগে বহন করতে পারবেন না।
- ❖ বিমান কতটুকু মাল নিতে- আনতে পারবেন তা সফরের আগেই এজেন্সী হতে জেনে নিবেন।
- ❖ হজ্জের পূর্ণ সফরে সর্বদা সাথে কিছু রিয়াল রাখবেন। বিশেষ করে দেশে ফেরার সময় অবশ্যই কিছু রিয়াল সাথে রাখবেন। সব রিয়াল খরচ করে ফেলবেন না। নতুবা আসার সময় বিমান বিলম্ব রিয়াল দরকার হলে অন্যের কাছে হাত পেতেও ব্যর্থ হতে পারেন।

আমাদের এজেন্সী বৈশিষ্ট্য :

- ◇ সুনাতের অনুসরণ ও প্রতিশ্রুতিপূরণে বদ্ধপরিকর।
 - ◇ সার্বক্ষণিক দক্ষ, অভিজ্ঞ মুত্তাকী আলেম গাইড।
 - ◇ ইবাদতের সর্বোত্তম পরিবেশের নিশ্চয়তা।
 - ◇ হজ্জ ও উমরা সফরের আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
 - ◇ সকল কার্যক্রম এজেন্সী মালিকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
 - ◇ সফরের আগেই পুরো সফরের কর্মসূচী প্রদান।
 - ◇ সফরের প্রতিটি ইভেন্টের আগে প্রয়োজনীয় তা'লীম ও ব্রিফিং।
 - ◇ জটিল ও ভীড়ের সময় ইউনিফর্ম ও প্রযুক্তির উত্তম ব্যবহার।
 - ◇ সকল কাজ দলবদ্ধ ভাবে আনন্দঘন/ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে প্রতিপালন।
 - ◇ মক্কা/ মদিনায় এজেন্সীর কার্যক্রমের জবাবদিহীতা ও মূল্যায়ন সভা।
 - ◇ প্রতি বছর হজ্জ শেষে সকল হজ্জযাত্রীদের নিয়ে পূর্ণমিলনীর ব্যবস্থা।
 - ◇ আরাফাতী সুসম্পর্ক আজীবন বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস
- অতএব, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও মুত্তাকী আলেমের সাথে হজ্জ করুন। আমাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন, পবিত্র সফরে আপনার সেবার সুযোগ দিন।
- আল্লাহ তা'আলা সকলের পবিত্র সফর নিরাপদ ও আনন্দময় করুন এবং সকলকে হজ্জ- উমরা মাবরুর নসীব করুন। আমিন॥

১০৪ - হজ্ব ও উমরা গাইড

ঢাকা শাহজালাল ট্রাভেল্‌স এন্ড ট্যুরস- এ হজ্জের রেজিস্ট্রেশন চলিতেছে

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা:

আলহাজ্জ মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন

স্বত্বাধিকারী:

ঢাকা শাহজালাল ট্রাভেল্‌স এন্ড ট্যুরস

হজ্ব লাইসেন্স নং ৭৩৪

মারহাবা এভিয়েশন

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।

ksa- 0551532310

01819184674